Adorn
BOOKS

উইলে চার টাকা দুই আনা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির

জয়নাল হোসেন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট ও ব্যক্তি আওরঙ্গজেব এক অন্য ধরনের চরিত্রের মানুষ। ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশের অনেক ঐতিহাসিক চিত্রিত করেছেন হিন্দুবিদ্বেষী, জিজিয়া কর আদায়কারী, নিষ্ঠুর সম্রাট রূপে। তাঁদের এরূপ চিত্রবর্ণনের নিদর্শন বা সমর্থন পেতে অন্য কোথাও সন্ধান না করে শুধু ভারতবর্ষের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সাধারণ ইতিহাস ঘাঁটলেই যথেষ্ট। তবে যারা এ মতের বিপরীতে সত্যানুসন্ধানী, তাঁদের নিদর্শন ও প্রমাণ পেতে হলে ঘাঁটতে হবে অনেক ঐতিহাসিক দলিল ও দস্তাবেজ। তবে এসব কথার আপস-রফা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি-তর্ক ব্যতিরেকে মেনে নেয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি উচিতও নয়।

আওরঙ্গজেব সম্পর্কে ইতিহাসে যত নিন্দা অপপ্রচারের অবতারণা হয়েছে তার বিপরীতে আওরঙ্গজেব সত্যি কেমন প্রকৃতির সম্রাট ছিলেন তা জানার আগ্রহ থেকে এই পুস্তকটি রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন জয়নাল হোসেন। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার ক্ষেত্রে পুস্তকটি হবে সত্যি এক অন্যদৃষ্টির পাথেয়স্বরূপ।

www.pathagar.com

জয়নাল হোসেনের জন্ম ১৯৫৩ সালের ১১ই আগস্ট কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার কুড়েরপাড় গ্রামে।

তাঁর পিতা তালেব হোসেন, মাতা মাফেজা খাতুন। কৃষিবিদ। চাকরি করেছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে। তাঁর আগ্রহ ব্যতিক্রমী ব্যক্তি, মানুষের জীবন চরিত ও জীবনাচার, সর্বোপরি ইতিহাস।

প্রকাশিত গ্রন্থ : *ঠাকুর শম্ভুচাঁদ, মুর্শিদাবাদ থেকে মধুপুর, প্রমিত দৃষ্টিপাত, সমুদ্র নন্দিনী কুতুবদিয়া, শৈলসমুদ্র সান্নিধ্যে, মেঘের মায়াবী চোখ, রাজা ভাওয়াল সন্ন্যাস ও ভাওয়াল পরগনা, পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে : ব্যতিক্রমী আট, ধীরাজ ভট্টাচার্য ও তাঁর প্রেম উপাখ্যান : মাথিনের কূপ এবং মানবপুত্র গৌতম : ধর্ম ও জীবনাচার।*

বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে স

বই নকশা সব্যসাচী হাজরা

www.pathagar.com

উইলে চার টাকা দুই আনা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির

www.pathagar.com

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির ২

www.pathagar.com

উইলে চার টাকা দুই আনা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির

জয়নাল হোসেন

Adorn
BOOKS

www.pathagar.com

১৪১৯

উইলে চার টাকা দুই আনা : সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির

জয়নাল হোসেন

প্রথম প্রকাশ ❖ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স : ৯৩৬২৯৪৯ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮ এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০
মুদ্রণ ❖ মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস, ৭৬/এ নয়াপল্টন, ঢাকা
গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক
প্রচ্ছদ ও বই নকশা ❖ সব্যসাচী হাজরা
মূল্য ❖ দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র

Willey Char Taka Duyee Anna : Samrat Aurangzeber Bhitor Bahir

Jaynal Hossain

[Short History of Aurangzeb]

Published in February 2013

Published by Syed Zakir Hussain ❖ Adorn Publication

22 Segun Bagicha. Dhaka 1000. Bangladesh.

Fax : 9362949 Tel : 9347577, 8314629

www.adornbd.com www.adornbooks.com e-mail : adorn@bol-online.com

Copyright : Author

Cover & Book design : Sabyasachi Hazra

Price : Tk. 230.00 US $ 10 UK. £ 8

ISBN 978-984-20-0321-9

Ap-521-2013

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মুলক হোসেন
কুড়েরপাড় হাফেজিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

আবদুস শহীদ ভূইয়া
কুড়েরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

গোলাম কিবরিয়া সরকার
মেটংঘর ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

www.pathagar.com

৯-১৪
প্রাক-কথা

১৫-২৫
মমতাজের গর্ভজাত আওরঙ্গজেব

২৬-২৮
স্ত্রী ও সন্তানাদি

২৯-৩০
আওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য

৩১-১১৭
আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির

www.pathagar.com

প্রাককথা

হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া মুসলমান, হিন্দুবিদ্বেষী, অত্যাচারী, জিজিয়া কর আদায়কারী, হিন্দু মন্দির অপবিত্র ও ধ্বংসকারী বাদশাহ। এ মতের বিশ্বাসীদের নিদর্শনের সমর্থন পেতে অন্য কোথাও সন্ধান না করে শুধু ভারতবর্ষের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ইতিহাস দেখলেই যথেষ্ট। আমাদের অনেকের মগজে তা গেঁথে গেছে ও কাগজে বিস্তর এসবের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। তবে যাঁরা এসব মতের বিপরীতে সত্যানুসন্ধানী, প্রকৃত নিদর্শন ও প্রমাণ পেতে আগ্রহী তাঁদের ঘাঁটতে হবে অনেক দলিল ও ঐতিহাসিক সমর্থন।

আওরঙ্গজেব সম্পর্কে ইতিহাসের নামে যত মিথ্যা, অপপ্রচার, কুৎসা ও প্রচণ্ড নিন্দার অবতারণা করা হয়েছে তত কিন্তু অন্য কোনো মুঘল সম্রাট সম্পর্কে করা হয়নি।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা-ই ঘটনা আর তা নিয়েই রচিত হওয়া উচিত ইতিহাস। আর যা ঘটনা নয় রটনা, তাকে কি ইতিহাস বলা যায়? রটনা নিয়ে রচিত ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে শুধু অমুসলমানদের উপর অত্যাচারের কথা। আওরঙ্গজেব কত উদার, মহৎ, ন্যায়পরায়ণ, নিজ ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাসী আর পরধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহনশীল ছিলেন তা প্রকৃত ইতিহাসে অবশ্যই বর্ণিত আছে এবং এখনো গবেষণার অবকাশ আছে।

অনেক ঐতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের ওপর হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ও বিদ্বেষের অভিযোগ আরোপ করে চলেছেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্ব করেছেন, যদি তিনি অত্যাচার-নির্যাতন চালাতেন তাহলে এই দীর্ঘ সময়ের পর ভারতে কি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব থাকার কথা! শুধু আওরঙ্গজেব কেন অনেক মুসলমান রাজা-বাদশাহ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করে গেছেন, অথচ আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো একটি জাতি মুসলমানের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেছে তার প্রমাণ নেই। অপর পক্ষে এই ভারতবর্ষেই এক ধর্মের চাপে অন্য ধর্ম, এক জাতির চাপে অপর জাতি অস্তিত্ব হারিয়েছে। আমাদের সামনে অনেক নজিরের মধ্যে বৌদ্ধদের কথাই ধরা যেতে পারে। গৌতম বুদ্ধের জন্ম এ অঞ্চলে এবং এক সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের চাপে বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়নি কি?

www.pathagar.com

সকলেরই জানা যে, ইসলাম ধর্মে অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। রয়েছে নরহত্যার বদলে প্রাণদণ্ডের বিধান। বিধান রয়েছে ব্যভিচারের প্রমাণে প্রাণদণ্ড, চুরির জন্য হস্তকর্তন ও মদ্যপানের জন্য চাবুক প্রয়োগ ইত্যাদি। হযরত মোহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ইসলামী আইনে তার সমগ্র জীবনে কাউকে শূলে চড়িয়ে, না খেতে দিয়ে, বিষ প্রয়োগ করে অথবা কোনো ভারি বস্তুর চাপ দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন এমন নজির কখনও কেউ দেখাতে পেরেছেন কি? সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে ইসলামের পাবন্দ হয়ে এবং ইসলামী বিধিবিধান মান্যকারী হয়ে তার ওপর জিজিয়া করের বিরোধিতাকারী হিন্দু জনতার উপর নির্যাতন করার অভিযোগ আরোপ সম্পূর্ণ অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুকালে নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে উইল অনুসারে চার টাকা দু'আনা রেখেছিলেন তার নিজের দাফন কাফনের জন। আশ্চার্য হচ্ছে ভারতীয় কিংবা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণের কেউই এ সত্যটুকু স্বীকার করেননি। মিথ্যা তথ্য পাঠ্যপুস্তকসহ সর্বত্র লিপিবদ্ধ করে এক মিথ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। ঐ সকল ঐতিহাসিকের মনঃপুত হত যদি আওরঙ্গজেব সম্রাট আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর কিংবা সম্রাট শাহজাহানের মত অনৈসলামিক কাজেই ব্যাপৃত থাকতেন। আওরঙ্গজেবের সমালোচনা শুনলে মনে হয় এত জঘন্য প্রকৃতির মানুষ কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু রাজকর্মচারী ও সেনাবাহিনী নিয়ে ৫০ বছর মুঘল

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য শাসন করলেন? আজকের দিনের ইতিহাসবিদগণও পূর্ব সুরির মতো গড্ডলিকা প্রবাহেই গা ভাসিয়ে দিতে পছন্দ করেন, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন না। অথচ অনেক হিন্দু ঐতিহাসিকই প্রকৃত সত্যটুকু প্রকারান্তরে স্বীকার করে গিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে মুঘল নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, সমগ্র কোরআন কণ্ঠস্থকারী, আলেম, সাধক, নিরপেক্ষ, উদার, দূরদর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধীরস্থির, পণ্ডিত, বিদ্যানুরাগী, সুরা, নারীবিলাস ও নেশামুক্ত সংযমী, হিসেবী ও ন্যায়বান দায়িত্বশীল শাসক ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তাকে আরও বলা হত বিলাসিতাহীন, রাজবেশী ফকির ও দরবেশ। অনেকে তাঁর সম্পর্কে বলতেন ও বিশ্বাস করতেন তিনি জিন্দাপীর।

দুঃখজনক সত্য আওরঙ্গজেবের নাম অনেক ঐতিহাসিক বিকৃতভাবে লিখে চলেছেন এবং তাতে অনেক মুসলমান লেখকও তাই অনুসরণ করে চলেছেন। আওরঙ্গজেবের নামটি কেউ লেখেন ঔরঙ্গজীব রূপে। আমরা জানি জীব মানে প্রাণী বা জন্তু। তাঁর নামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের অংশ হিসাবে আওরঙ্গজেব নামটিকে ঔরঙ্গজীব লিখে অনেকে শান্তি লাভ করে থাকেন। শান্তির এ ধারা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সে সকল মতলববাজ ঐতিহাসিকের দ্বারা এ ব্যবস্থা করেছেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত—আরবি, উর্দু কিংবা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হলে কখনও ঔরঙ্গজীব হতে পারে না। বরং সে নামটি আওরঙ্গজেব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু ও মুসলমান অনেক লেখক

www.pathagar.com

এখনও 'আওরঙ্গজেব' না লিখে কায়দা করে 'ঔরঙ্গজীব' লিখে থাকেন। সেটি কোন যুক্তিতে লেখেন তা অনেকের কাছেই বোধগম্য হয় না।

উইলে চার টাকা দুই আনা : সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির শীর্ষক পুস্তকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন না করে আওরঙ্গজেবের ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনার কিছু সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। বইটিকে এ আঙিকে প্রকাশ করার পরিকল্পনাটি ছিল সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী ও সিইও সৈয়দ জাকির হোসাইনের। বইটি প্রণয়নে তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। আমি তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তার আগ্রহ না থাকলে পাণ্ডুলিপিটি এ আঙ্গিকে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছানো সম্ভব হত কি না আমার বেশ সন্দেহ ছিল।

অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর মো. আসাদুজ্জামান সরকার পাণ্ডুলিপির শব্দ বিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের সম্পাদনা বিভাগ। আমি তাদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-এর পরিচালক (উপসচিব) কাবেদুল ইসলাম এই গ্রন্থের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করায় আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

www.pathagar.com

আশা করি অনুসন্ধিৎসু ও আগ্রহী পাঠক উইলে চার টাকা দুই আনা : সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির পুস্তকে প্রকৃত সত্যের বিষয়টি কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারবেন। মানুষের জীবনে সম্রাট হউক আর সাধারণ মানুষের চরিত্র হউক তা সঠিকভাবে উপস্থাপন মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতার জন্য জরুরি। কারণ মানুষের জন্যই প্রয়োজন সম্রাট বা তাঁর ভিতরের মানুষকে উপস্থাপন। পাঠক গ্রহণ করলেই এই পুস্তক প্রণয়নে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ঢাকা, **জয়নাল হোসেন**

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

www.pathagar.com

মমতাজের গর্ভজাত আওরঙ্গজেব

হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের সম্রাট শাহজাহান ছিলেন মারওয়ারের রানা উদয় সিংহের কন্যা জগৎ গোসাঞির গর্ভজাত পুত্র। জাহাঙ্গীর তনয় সম্রাট শাহজাহানের ছিল চার পুত্র—দারাশেকোহ, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ এবং দু'কন্যা—জাহান আরা ও রওশন আরা। আওরঙ্গজেব ১৬১৮ সালের ২৪শে অক্টোবর (১৫ই জিলকদ ১০২৭ হিজরি) রাতের বেলায় গুজরাটের দাহোদে জন্মগ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন মমতাজ মহলের গর্ভজাত সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র এবং ষষ্ঠ সন্তান। শাহজাদা শাহজাহান পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হয়ে ব্যর্থ বিদ্রোহ করেন। সম্রাটের প্রতি বশ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ পিতার নিকট নিজের দু'সন্তানকে জামিন রাখতে বাধ্য হন। ১৬২২ সালে জামিন রাখা সে দু'সন্তান হচ্ছে দারাশেকোহ ও আওরঙ্গজেব। ১৬২৬ সালের জুন মাসে দারাশেকোহ ও আওরঙ্গজেবকে নিয়ে যাওয়া হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সে

www.pathagar.com

সময়ের লাহোর দরবারে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান সম্রাট হলে ১৬২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি

আলোকচিত্র ১ : সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬)

www.pathagar.com

দারাশেকোহ ও আওরঙ্গজেবকে আসফ খান দিল্লিতে নিয়ে আসেন।

আলোকচিত্র ২ : সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল (১৫৯৩-১৬৩১)

www.pathagar.com

১৬৫৭ সালের শেষের দিকে সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬) অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বড় ছেলে দারাশেকোহ সব সময় পিতার সাথে সাথে থাকতেন। পিতার অত্যধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়ে যুদ্ধবিদ্যা ও রাষ্ট্রপরিচালনায় বলতে গেলে অনভিজ্ঞই রয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ তিনি যথেষ্ট বিদ্যাচর্চা করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। দারাশেকোহ সম্রাটের পক্ষে তার অসুস্থাবস্থায় দায়িত্ব পালন করতেন। সম্রাটের মারাত্মক অসুস্থাবস্থায় ক্ষমতার লোভে তিনি গুজব রটিয়ে দিলেন যে সম্রাট শাহজাহান মারা গেছেন। কিছুদিন পর অর্থাৎ নভেম্বর মাসের দিকে সম্রাট রোগশয্যা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও দারাশেকোহ ইত্যবসরে নিজেকে দিল্লির সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করে বসেন। সম্রাট শাহজাহানের বয়স ৬৫ বছর।

সে সময় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে সংগ্রামরত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি রাজ্য—গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, খান্দেশ, বেরার এবং আহমদনগর। আওরঙ্গজেবের অধীনে বিজাপুরে সংগ্রামরত কর্মচারীদেরকে রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য দারাশেকোহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল রাজধানীতে প্রবেশের পথেই তার সৈন্যরা আওরঙ্গজেবসহ তার লোকদেরকে আক্রমণ করে খতম করে দেবে। এদিকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ এবং দারাশেকোহর নিজেকে সম্রাট ঘোষণার খবর শুনে গুজরাটের প্রশাসক সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মুরাদ লোভ সংবরণ করতে না পেরে আহমদাবাদে রাজমুকুট

www.pathagar.com

ধারণ করে নিজেকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তখন বাংলার শাসক আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভাই শাহজাদা সুজা চুপচাপ বসে থাকেননি। তিনিও নিজেকে বাংলার স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন।

রাজধানীর দিকে অগ্রসরমাণ আওরঙ্গজেব তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু অপদার্থ ভাইদের কথা ভাবতে থাকেন। এমন ভাইদের কারও হাতে সিংহাসনের দায়িত্ব দেয়া মানেই শিশুর হাতে ধারালো অস্ত্র তুলে দেয়া।

আলোকচিত্র ৩ : শাহাজাদা দারাশেকোহ (১৬১৫-৫৯)

www.pathagar.com

তাই তিনি ইস্তেখারার নামাজ পড়ে নিজ শিবিরে ঘুমিয়ে পড়েন। সে সময় তাকে নাকি স্বপ্নে বলা হয়, 'তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করো। তোমার সাধুতা আর রাজ্য পরিচালনার কাজ একই সঙ্গে করা সম্ভব হবে।' সেনাপতি মীর জুমলাকে নিয়ে আওরঙ্গজেব

আলোকচিত্র ৪ : শাহ্‌জাদা সুজা (১৬১৬-৬০)

www.pathagar.com

যখন রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন গুজরাটের প্রশাসক শাহজাদা মুরাদও রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। ১৬৫৮ সালের মার্চ মাসের দিকে আওরঙ্গজেব উজ্জয়িনীর কাছে কোনো বিবাদ ছাড়াই মুরাদের সাথে মিলিত হন এবং দু'জন কোনো বৈরিতা পোষণ না করে একত্রে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে মার্চ মাসের ১৪ তারিখ দারাশেকোহর সেনাপতি সুলেমানের বাহিনীর সাথে শাহজাদা সুজার বাহিনীর এক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে শাহজাদা সুজা পরাজিত হন। এবার দারাশেকোহ আওরঙ্গজেব ও মুরাদকে শায়েস্তা করার জন্য তার সেনাপতিদের মধ্যে রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিং ও কাশেম খানকে বিশাল বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ বিষয়ে রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিং ও কাশেম খানের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়ায় উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাত নামক স্থানে সংঘটিত তুমুল যুদ্ধে দারাশেকোহর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তিনি মুকুটের মায়া ছেড়ে প্রাণ নিয়ে গুজরাটের দিকে পলায়ন করেন। মূলত রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিং এক অজানা উদ্দেশ্যে দারাশেকোহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। পালিয়ে থাকা দারাশেকোহকে অবশ্য রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিং পরে আহ্বান করেছিলেন যে তিনি যদি আজমীরে আসতে পারেন তাহলে তাকে সহায়তা করা হবে। দারাশেকোহর আজমীরে আসার আগেই আওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা চেয়ে যশোবন্ত সিং আওরঙ্গজেবের পক্ষভুক্ত

www.pathagar.com

হয়ে যান। ফলে দারাশেকোহর আর কোনো আশা ভরসা থাকল না।

শাহজাদা মুরাদকে কুচক্রী মহলের কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল যে, যদি আওরঙ্গজেবকে তিনি হত্যা করে ফেলতে পারেন তাহলে সবাই মনে করবে যে মুরাদ

আলোকচিত্র ৫ : শাহজাদা আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭)

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের চেয়ে অনেক যোগ্য ও শক্তিশালী। সে কুমন্ত্রণা পেয়ে মুরাদ হঠাৎ সমঝোতার পথে চলা পরিহার করেন এবং আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।

একসাথে পথচলা শাহজাদা মুরাদের বিদ্রোহে আওরঙ্গজেব অবাক হলেন এবং শীঘ্রই সাহস ও নৈপুণ্যের সাথে আক্রমণ করে মুরাদকে বন্দি করে ফেলেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গের অভ্যন্তরে আটক করে রাখেন। এদিকে রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিং আওরঙ্গজেবের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনে শাহজাদা সুজার সাথে আবার যোগাযোগ করলেন। এরূপ বিপদের মধ্যেও আওরঙ্গজেব বিচলিত হননি। রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিংয়ের পরামর্শ অনুসারে শাহজাদা সুজা আবার সৈন্য সংগ্রহ করা আরম্ভ করেন। সুজার নতুন সেনাপতি যশোবন্ত সিং একরাতে খাজোয়ার নিকট আওরঙ্গজেবের শিবির আক্রমণ করেন। কিন্তু যশোবন্ত সিং পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। পরবর্তীকালে শাহজাদা সুজাও আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার ধাওয়া খেয়ে পরে পলায়ন করে বাংলা ছেড়ে চট্টগ্রাম দিয়ে চিরদিনের মত আরাকানে পাড়ি জমান।

সম্রাট শাহজাহানের (ডাকনাম খুররম অর্থ সদাপ্রসন্ন) জীবিতাবস্থাতেই তার শাহজাদাদের মধ্যে সিংহাসন দখলের লড়াই শুরু হয়। ১৬৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল দারাশেকোহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে আওরঙ্গজেব দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮-১৭০৭)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৬ : শাহজাদা মুরাদ (১৬২৪-৬১)

www.pathagar.com

দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার মধ্যে ১৬৫৮-৮১ সাল পর্যন্ত ২৩ বছর উত্তর ভারতে আর ১৬৮১-১৭০৭ সাল পর্যন্ত ২৬ বছর ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্য থেকে রাজধানীতে ফিরে আসার সময় ১৭০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার (জিলকদ, ১১১৮ হি.) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আওরঙ্গজেব তনয় শাহজাদা আযম শাহ পিতার নির্দেশে মালব (মালওয়া) রাজ্যে গমনের উদ্দেশ্যে আহমদনগরের পথে ছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর খবর পেয়ে দ্রুত ফিরে এসে পিতার পূর্বনির্দেশমত মৃতদেহ আওরঙ্গবাদে নিয়ে দাফন করেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, মৃত্যুকালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট নাকি মাত্র ২১টি স্বোপার্জিত মুদ্রা ছিল। তিনি পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে লিখে বিক্রির মাধ্যমে সে মুদ্রা অর্জন করেছিলেন। নিজের অর্জিত ২১টি মুদ্রা থেকে তার অছিয়তমত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার পর অবশিষ্ট অর্থ গরিবদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়েছিল। অন্য এক সূত্রে জানা যায় যে, কোরআন শরীফ হাতে লিখে কপি বিক্রয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত আটশ' পাঁচ টাকা থেকে নিজের দাফনকাফনের জন্য উইল অনুসারে প্রয়োজনীয় মাত্র চার টাকা দুই আনা রেখে অবশিষ্ট অর্থ দান করে দেয়ার জন্য আগেই অছিয়ত করে গিয়েছিলেন। সে উইলটি মৃত্যুর পর তার বালিশের নিচে পাওয়া গিয়েছিল। আওরঙ্গবাদে তার কবর সামান্য কয়েকটি ইট দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কবরটি নাকি এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছে।

www.pathagar.com

স্ত্রী ও সন্তানাদি

দিলরাস বানু বেগম ছিলেন শাহনেওয়াজ খানের কন্যা। শাহনেওয়াজ খানের পিতার দাদা ছিলেন পারস্যের বাদশাহ প্রথম শাহ ইসমাইল সাফাভির পুত্র। আওরঙ্গজেবের সাথে ১৬৩৭ সালের ৮ই মে আগ্রায় তার বিয়ে হয়। দিলরাস বানু বেগম ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির মহিলা, শরীরে রাজরক্ত ধারণের গর্বে তিনি ছিলেন গর্বিতা। তার স্বামীর ছিল তার প্রতি একধরনের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা। তার সন্তান ছিলেন আজম ও আকবর। আকবরের জন্মের পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ১৬৫৭ সালের ৮ই অক্টোবর আওরঙ্গবাদে পরলোক গমন করেন। আওরঙ্গবাদ শহরের বাইরে তাকে কবর দেয়া হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের আদেশে ছেলে আজম তার মায়ের সমাধিতে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে নান্দনিক সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন। দিলরাস বানু বেগমের কবরকে গুণগ্রাহীগণ বলতেন দাক্ষিণাত্যের তাজমহল।

www.pathagar.com

রহমত-উন-নিসা ওরফে নওয়াব বাই ছিলেন কাশ্মিরের রাজাউরি রাজ্যের রাজা রাজুর কন্যা। তার শরীরে ছিল রাজপুত রক্ত। তার প্রথম সন্তান মুহম্মদ সুলতানের জন্ম ১৬৩৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর মথুরায়। মুহম্মদ সুলতান ১৬৭৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর মারা যান। খাজা কুতুব-উদ-দীনের সমাধির বেষ্টনীর মধ্যেই তাকে সমাহিত করা হয়। তার দ্বিতীয় সন্তান মুয়াজ্জম ওরফে শাহ আলমের জন্ম হয়েছিল ১৬৪৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর বুরহানপুরে। শাহ আলম পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন প্রথম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করে। সম্রাট বাহাদুর শাহ ১৭১২ সালে লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। আর তৃতীয় সন্তান ছিল এক কন্যা যার নাম ছিল বদর-উন-নিসা। তার জন্ম হয়েছিল ১৬৪৭ সালের ১৭ই নভেম্বর আর মৃত্যুবরণ করেন ১৬৭০ সালের ৯ই এপ্রিল। তার দুই পুত্র মুহম্মদ সুলতান ও মুয়াজ্জম সম্রাট আওরঙ্গজেবকে অমান্য করেন। পিতার প্রতি পুত্রদ্বয়ের অসদাচরণে মহিলা মনে খুবই কষ্ট পান। ছেলেদের কারণে সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি থেকে জীবনের প্রথম দিকেই তিনি বঞ্চিতা ছিলেন। বহু বছর স্বামী ও সন্তানদের নিকট থেকে আলাদা থাকেন। তিনি ১৬৯১ সালে দিল্লিতে পরলোক গমন করেন।

আওরঙ্গাবাদি মহল আওরঙ্গবাদ শহরস্থ যুবরাজ আওরঙ্গজেবের মহলে স্ত্রী হিসাবে প্রবেশের পর তার এই রকম নামকরণ হয়েছিল। আওরঙ্গবাদি মহলের গর্ভে ১৬৬১ সালের ১৮শে সেপ্টেম্বর মেহের-উন-নিসা নামের এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের ভাই

www.pathagar.com

মুরাদের ছেলে ইজিদ বখ্‌শের সাথে ১৬৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর মিহির-উন-নিসার বিয়ে হয়েছিল। ১৬৮৮ সালের নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরে বিউবনিক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিজাপুরে আওরঙ্গাবাদি মহলের মৃত্যু হয়। আওরঙ্গাবাদি মহলের কন্যা মেহের-উন-নিসা ১৭০৬ সালের জুন মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

উদিপুরী মহল ছিলেন কাম বখ্‌শের মাতা। উদিপুরীমহল আগে ছিলেন দারাশেকোহর মহলের অল্প বয়স্কা ক্রীতদাসী বালিকা। সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে দারাশেকোহর পরাজয়ের পর উদিপুরীমহল স্ত্রী হিসাবে আওরঙ্গজেবের মহলে স্থান লাভ করেন। তার গর্ভজাত পুত্র মুহম্মদ কাম বখশ ১৬৬৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। উদিপুরীমহল ছিলেন খুবই সুন্দরী মহিলা এবং তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের শেষ বয়সেও প্রিয়তমা। সে কারণে মুহম্মদ কাম বখশের অনেক অপরাধ সম্রাট ক্ষমা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদিপুরী মহল মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। জিন্দাপীর হিসাবে খ্যাত স্বামী আওরঙ্গজেবের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রীর মদ্যপানের মত গর্হিত আচরণ সহ্য করা ছিল কঠিন ব্যাপার। ১৭০৯ সালের ৩রা জানুয়ারি উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে মুহম্মদ কাম বখশ মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় পৃথক ২১টি প্রদেশ বা সুবা নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গজনি থেকে চট্টগ্রাম, কাশ্মির থেকে কর্ণাটক, সমগ্র ভারতবর্ষ মেনে চলত একই রাজদণ্ডের অনুশাসন। নজিরবিহীন বিশাল এ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল একক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে। প্রদেশগুলো অধীন রাজাদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হত সম্রাটের কর্মচারীদের দ্বারা। সে হিসাবে আওরঙ্গজেবের ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল অশোক, সমুদ্রগুপ্ত কিংবা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়।

১. উত্তর ভারতে ছিল ১৪টি সুবা বা প্রদেশ—আগ্রা, আজমির, এলাহাবাদ, বাংলা, বিহার, দিল্লি, গুজরাট, কাশ্মির, লাহোর, মালওয়া (মালব), মুলতান, উড়িষ্যা, অযোধ্যা আর টাট্টা (সিন্ধু)।
২. দাক্ষিণাত্যে ছিল ৬টি সুবা আর সেগুলো হল—খান্দেশ, বেরার, আওরঙ্গবাদ (সাবেক

www.pathagar.com

আহমদনগর), বিদার (সাবেক তেলেঙ্গানা), বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা (হায়দরাবাদ)।

৩. আফগানিস্তানে ছিল ১টি সুবা—কাবুল।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির

আওরঙ্গজেব হলেন সম্রাট

মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পদের মাত্র চার টাকা দুই আনার হকদার ছিলেন বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের অর্ধ শতাব্দীকালের পরাক্রমশালী শাসক আবুল মুজফ্‌ফর মহিউদ্দিন মুহম্মদ আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি ধারণকারী সম্রাট আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেব নামের অর্থ সিংহাসনের শোভা। তার সম্পর্কে এক পক্ষের অভিমত, তিনি ছিলেন মুঘল নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, সমগ্র কোরআন কণ্ঠস্থকারী, আলেম, সাধক, নিরপেক্ষ, উদার, দূরদর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, ধীরস্থির, পণ্ডিত, বিদ্যানুরাগী, সুরা, যেকোন নেশা ও নারীবিলাসমুক্ত, সংযমী, হিসাবী ও ন্যায়বান শাসক। তাকে আরও বলা হত বিলাসিতাহীন, রাজবেশী ফকির ও দরবেশ। অনেকে তাকে বলতেন জিন্দাপীর।

অপর পক্ষের মতে তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান, হিন্দুবিদ্বেষী, অত্যাচারী, জিজিয়া কর আদায়কারী, হিন্দু

www.pathagar.com

মন্দির অপবিত্র ও ধ্বংসকারী বাদশাহ। দ্বিতীয় পক্ষের মতের নিদর্শনের সমর্থন পেতে অন্য কোথাও সন্ধান না করে শুধু ভারতবর্ষের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ইতিহাস দেখলেই যথেষ্ট। আমাদের অনেকের মগজে ও কাগজেই বিস্তর প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রথম পক্ষের মতের নিদর্শন ও প্রমাণ পেতে হলে ঘেঁটে দেখতে হবে অনেক দলিল ও ঐতিহাসিক সমর্থন। তাছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি-তর্ক ব্যতিরেকে তা মেনে নেয়াও সম্ভব নয় এবং সত্যি কথা বলতে কি কারও তা মেনে নেয়া উচিতও নয়।

শিশু অবস্থায় কচি মনের কোমল স্মৃতিপটে যে ছবি আঁকা হয়ে যায় তা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে মানুষের মস্তিষ্কে আলোকিত করে তোলে। হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের কোমলমতি ছাত্রদের মনে যখন ধারণা দেয়া হয় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মপরায়ণ কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী, তিনি হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, পিতাকে বন্দি করে রেখেছিলেন, ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন, বলপ্রয়োগে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছিলেন, হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, অপর পক্ষে সম্রাট আকবর মহামতি তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন—এ সকল তথ্য অবগত হওয়ার কারণে সাধারণত বয়োবৃদ্ধির পর অন্য রকম ইতিহাস পড়লেও বাল্যকালের ইতিহাস পাঠের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যে কত কঠিন হয়ে যায় তা চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদেরকে আর বিশদ বলার প্রয়োজন পড়ে না।

www.pathagar.com

অথচ সম্রাট আওরঙ্গজেব যে মোটেই এ চরিত্রের মানুষ ছিলেন না এবং সম্রাট হিসাবে তার প্রতিটি পদক্ষেপ যে যুক্তিসঙ্গত ও জনকল্যাণে নেয়া হয়েছিল গবেষণার মাধ্যমে অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদও এগুলোর প্রমাণ পেয়ে তাদের পুস্তকে লিখে রেখে গেছেন। তার সুশাসন ও বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে তিনি তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বিশাল হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য নিজ সুশাসনে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার শাসনকালকে ন্যায়বিচারের কাল বলা যায় বিশেষভাবে। প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত হয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে বিশ্লেষণ করলেই তার জনকল্যাণকর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সহজেই সবার কাছে প্রতীয়মান হবে।

পিতাকে বন্দি করে রাখার বিষয়ে আওরঙ্গজেবের ওপর দোষারোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। বন্দি কী, বন্দি কাকে বলে এবং তার স্বরূপই বা কী; বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আমরা জানি বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে শৃঙ্খলিত করে কারারুদ্ধ করার নাম বন্দি। এরূপ বন্দি থাকে নানা কষ্টের মধ্যে। বন্দিত্ববরণকারী ব্যক্তি খাওয়া ও শোওয়ার ব্যাপারে সুব্যবস্থার পরিবর্তে চরম অব্যবস্থার মধ্যে থাকে। কিন্তু শাহজাহান ছিলেন সুসজ্জিত, সুরক্ষিত ও আরামদায়ক অট্টালিকায় যেটা ছিল আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, মমতাজ প্রমুখ খ্যাতনামা সম্রাট সম্রাজ্ঞীদের আবাসস্থল, কর্মক্ষেত্র ও গার্হস্থক্ষেত্র। যেখানে ছিল শাহী পালঙ্ক, ইয়েমেনী চাদরে

www.pathagar.com

আবৃত শাহী কোমল গদি। যেখানে তার খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য ২৪ ঘণ্টা শাহী ভৃত্যেরা প্রস্তুত থাকত। সে সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। শাহজাহানের সকল আত্মীয়স্বজন ইচ্ছেমত যখন তখন তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারতেন। তার স্নেহ সিঞ্চিতা কন্যা রওশন আরা অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সব সময় থাকতেন বৃদ্ধ পিতার সেবায় নিয়োজিত। শুধু তাই নয়, সম্রাট আওরঙ্গজেব সারা দিনে-রাতে অন্তত একবার হলেও রাজকার্য ছেড়ে স্বহস্তে পিতার পদসেবা করতেন। প্রকৃতপক্ষে এটি তার বন্দিত্ব ছিল না, এটি ছিল বৃদ্ধ বয়সে তার আরামদায়ক ঐতিহাসিক বিশ্রাম। শাহজাহানের এ ঐতিহাসিক বিশ্রামের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। বার্ধক্যজনিত অসুস্থাবস্থায় যখন রব ওঠে যে সম্রাট মারা গেছেন তখন তার ছেলেদের মধ্যে সিংহাসনের দখল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওরঙ্গজেবের জয় হয় তখন দেখা যায় যে শাহজাহান মৃত নন, তিনি মৃত্যুর কবল থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে এসেছেন।

এসময়ে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। তখন দেখা গেল তিনি বিশ্রাম না করে অন্ধ স্নেহে বড় ছেলে দারাশেকোহকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করেন এবং বহু সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন, বেশির ভাগ হিন্দু প্রজা দারাকে চায় আর মুসলমানগণ চায় আওরঙ্গজেবকে। এ অবস্থায়ও তিনি সমাধানের পথ খুঁজছিলেন যা ছিল বিপজ্জনক রাজনীতির নামান্তর। সে অবস্থায় তাকে রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া মানে জোর করে আবার

www.pathagar.com

মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া। যদি শাহজাহানের বন্দি মার্কা বিশ্রামের সুব্যবস্থা না করা হত তাহলে অবস্থা হত আরও বিপদজ্জনক, লোমহর্ষক ও ভয়াবহ। শাহজাহান বয়সের কারণে প্রতিনিয়ত ঘন ঘন ভুল করে যাচ্ছিলেন। অযোগ্য ও ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত দারাশেকোহকে সিংহাসন দেয়ার পাঁয়তারা, আওরঙ্গজেব পুত্র আকবরকে প্রলোভন দেখিয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা, আওরঙ্গজেবকে দারাশেকোহর চক্রান্তে হত্যার পরিকল্পনায় সহযোগিতা করার মত আরও বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি করা থেকে বিরত রাখার উপায় ছিল পিতাকে হত্যা করা কিংবা বন্দি করে রাখা। পিতৃহত্যা যেহেতু আওরঙ্গজেবের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলামের পরিপন্থী কাজ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে বিবেচিত, তাই সকল ফিৎনা-ফসাদের মূলোৎপাটনের জন্য সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পথে সম্মানজনক ও আরামদায়কভাবে তাকে আটকে রাখার যে ব্যবস্থা আওরঙ্গজেব করেছিলেন তার নাম কি বন্দিত্ব?

অতএব পিতার পৃথক অবস্থান আধুনিক বিচক্ষণ ঐতিহাসিকদের মতে অনুপযুক্ত কাজ ছিল না, বরং তা ছিল আওরঙ্গজেবের মত বিচক্ষণ সন্তানের উপযুক্ত পিতৃসেবা মাত্র। সম্রাট শাহজাহান মমতাজ মহলের কবরের পাশে থেকে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে দিল্লি থেকে আগ্রা চলে যান। আগ্রায় যাওয়ার পর শাহজাহানের বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটতে পারে সে কারণে তার বাইরে বেড়াতে যাওয়া ছিল চিকিৎসকের বারণ। একদিন তিনি আওরঙ্গজেবকে বললেন—আমি কি

www.pathagar.com

তোমার মত হাফেজ সন্তানের নিকট বন্দি? উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, আপনি সারা জীবন রাজনীতি করে অন্তরের প্রকৃত শান্তি কি পেয়েছেন? শাহজাহান বললেন, কোনো দিন পাইনি আর আজও পাচ্ছি না, আবার মমতাজও নেই। আওরঙ্গজেব পিতাকে বললেন, আমি চাই না আপনি অশান্তির রাজনীতি আর করুন। আপনার উপাসনা, আরাধনা আর আল্লাহর নাম স্মরণের জন্যই আপনার এ পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা। শাহজাহান তখন বললেন, তাহলে কি আমি তোমার আম্মা মমতাজের স্মৃতিসৌধ আমার ইচ্ছামত দেখতে পাব না? তখন আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, আব্বাজান, সত্যি কি আপনার তাজমহল দেখার সাধ, নাকি তাজমহল দেখার নামে অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে? শাহজাহান সজল নয়নে বলেছিলেন, 'যেমন করে হোক আমাকে অন্তত একবার করে প্রতিদিন তোমার মায়ের স্মৃতিসৌধটা দেখার ব্যবস্থা করে দাও, আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আওরঙ্গজেব বললেন, যদি এখানে বসে থেকে তাজমহল দেখতে পারেন তা হলেও কি আপনার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে? শাহজাহান বলেছিলেন, বৎস, বাইরে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, শুধু চোখে দেখতে চাই তাজমহল। সে সময়ে টেলিভিশন বা ভিডিওর ব্যবস্থা ছিল না। বাইরে না গিয়ে কীভাবে কক্ষে বসেই তাজমহল দেখানো সম্ভব। আওরঙ্গজেব এক মূল্যবান মণি (পাথর) সংগ্রহ করে এনে চমৎকার প্রযুক্তির কৌশলে দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করিয়ে দিলেন। তাতে দৃষ্টি দিলে দূরের

www.pathagar.com

তাজমহল ঘরের ভিতর বসেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যেত। আওরঙ্গজেব কর্তৃক লাগানো মণিযুক্ত পাথরটি ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা খুলে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিল। দেয়ালের সে স্থানে পরে যে নকল পাথর লাগানো হয়েছে তার মাধ্যমেও কক্ষে বসেই তাজমহল মোটামুটি দেখা যায়।

এখানে একটি কথা আছে যা অনেকের নিকট উহ্য হয়ে রয়েছে। সম্রাট শাহজাহান ভয়াবহ মৃত্যুপীড়া হতে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন এটা ঠিক, কিন্তু মমতাজের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে তার বিশুদ্ধ বিবেক ও জ্ঞান প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কারও কারও মতে মমতাজের গর্ভ হতে গর্ভস্থ শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল বলে তার মৃত্যু হয়েছিল। আবার কেউ বলেন ওটা ভ্রূণশিশুর কান্না নয়, ওটা ছিল পেটের পীড়াজনিত শব্দ। তবে ঘটনা যা-ই হোক ওটা ছিল সমস্ত চিকিৎসক ও সাধারণের কাছে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মমতাজের মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহান শিশুর মত কেঁদে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার অর্থবল, জনবল, মনোবল সবকিছুর বিনিময়েও মমতাজকে ফেরাবার কোনো উপায় নেই। কারণ তোমার শক্তির সামনে আমাদের অস্তিত্ব কত অসার, কত অকেজো।' সে বিষয় স্মরণ করেই তিনি কুড়ি কোটি বার লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাইশ বছর ধরে বহু লোকের শ্রমের বিনিময়ে দুনিয়ার সপ্তাশ্চর্য তাজমহল তৈরি করেছিলেন। তাজমহল নির্মাণের ফলে দিল্লির রাজকোষ প্রায় শূন্য করে দিয়েছিলেন। তাতেও তিনি মানসিকভাবে শান্তি পাননি।

www.pathagar.com

আকাশ ছোঁয়া তুষার শুভ্র তাজমহল নির্মাণও যথেষ্ট নয় ভেবে তিনি একটি ভ্রমর কালো কৃষ্ণপাথরের তাজমহল তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শুরুও করেছিলেন সে তাজমহলের ভিতরে থাকবে পান্না, হীরা, চুনী, পদ্মরাগ, মণি প্রভৃতি সব অমূল্য বস্তুর অদ্ভুত সংস্থাপন। আর শুভ্র তাজমহল ও কৃষ্ণ তাজমহলের সাথে সংযোগের জন্য মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে থাকবে সংযোগ রাস্তা। তেমন কোনো পরামর্শ, পরিকল্পনা ও অর্থসংস্থানের বিধান না করেই আবেগের বশে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন বলে কিছু ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। আওরঙ্গজেব দেখলেন, যদি আবার দ্বিতীয় তাজমহল তৈরি করতে হয় তাহলে দিল্লির রাজদরবার অর্থনৈতিক পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। তার ওপর শাহজাহানের পুত্রদের কলহ বিবাদের কারণেও মমতাজের মৃত্যুর শোকের প্রভাবে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রতি মুহূর্তে মত পরিবর্তন করতেন। ভুলক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অনুমতি দিতেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শুরু করেছিলেন। তার অন্যতম কারণ ছিল, তার শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যের জন্য তিনি কোনো কিছু তদন্ত বা সমীক্ষার পরিবর্তে সংবাদদাতা যা প্রথমে শোনাতেন তাই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যেত। তারপর সঠিক তথ্য পেলেও আগের ধারণা মুছে ফেলা কিংবা আসল কথা বোধগম্য করানো বেশ কষ্টকর ছিল।

এখানে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন যে, আওরঙ্গজেব এতবড় সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ,

www.pathagar.com

জিন্দাপীর ও সত্যের প্রতীক বিখ্যাত এ পণ্ডিতের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হয়েছিল সিংহাসনকেন্দ্রিক মারাত্মক কোন্দলে জড়িয়ে পড়া? কীভাবে সম্ভব হয়েছিল ভাইদের সাথে কলহ করা? এ কথা কি সত্য ছিল যে তিনি তার ভাইদের হত্যা করেছিলেন? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছতে হলে প্রতিটি বিষয়ে সমীক্ষা চালানো ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

আওরঙ্গজেব ত্রিশ পারাযুক্ত পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি একজন পূর্ণ আলেম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি সারা দিন-রাতের কোনো না কোনো সময়ে কোরআন পাঠ করতেন। তিনি আরবি, ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি ভাষায় লিখতে ও স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারতেন। তিনি নিজ হাতে পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে কপি (নকল) করতেন। তিনি রাজনীতি হতে দূরে থেকে সাধনা, উপাসনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা শাহজাহান জানতেন যে পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেবই সবচেয়ে যোগ্য ও বিবেকবোধ সম্পন্ন। যৌবনে পদার্পণের পর থেকেই আওরঙ্গজেবকে সম্রাট শাহজাহান মৃদু তিরস্কার, আদেশ আর উপদেশ দিতেন। সম্রাট শাহজাহান তাকে বলতেন, 'তুমি ইসলাম ধর্মের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রসর। তুমি জানো যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘর সংসার, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি প্রদর্শন করেননি। আমার অপেক্ষা তুমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বেশি ভক্ত,

www.pathagar.com

অতএব সুচিন্তিতভাবে জনকল্যাণকর হয় আশা করি তোমার জীবনে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' সম্রাট শাহজাহানের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আওরঙ্গজেব তার মত পরিবর্তন করেন।

আগ্রার দরবেশ ও বাদশাহী চাদর

আগ্রার উপকণ্ঠে ভারত বিখ্যাত একজন দরবেশ অবস্থান করছিলেন। দোয়া লাভের জন্য সে সময়ে অনেকেই তার নিকট যেতেন। একদিন দোয়া লাভের জন্য শাহজাদা দারাশেকোহ, সুজা ও মুরাদ উপস্থিত হন। তারা দরবেশের কাছে সকলেই দিল্লির সিংহাসনের জন্য দোয়া চান। দরবেশ তাদেরকে বসতে বলায় তারা সকলেই দরবেশের সামনে মাটির উপর পেতে রাখা বিছানায় বসে পড়েন। শাহজাদা আওরঙ্গজেবও সে সময় দরবেশের দরবারে গমন করেন। তিনি পর্ণকুটিরের দরবারে গিয়ে দরবেশের অবস্থা দেখে অবাক হলেন। ছিন্ন ও তালি দেয়া বস্ত্র, নির্ভয়চিত্ত, প্রফুল্লবদন, শিশু আর পাগলের মত প্রশ্নের সাথে সাথে অবিলম্বে উত্তর দেয়ার ভঙ্গি দেখে আওরঙ্গজেব চমৎকৃত হন। আওরঙ্গজেব দরবেশকে সালাম প্রদান করে বলেন যে তার কিছু কথা আছে। দরবেশ আগে আওরঙ্গজেবকে বসতে বললেন। মাটিতে পাতা বিছানায় ভাইদের সাথে না বসে কক্ষের মধ্যে দরবেশের পাশে একটি পুরাতন ছেঁড়া মখমলের চাদরের উপর আওরঙ্গজেব বসলেন। আওরঙ্গজেব দরবেশের কাছে দোয়া চেয়ে বললেন, 'আমি দিল্লির সিংহাসনের জন্য

www.pathagar.com

দোয়া নিতে এসেছি—যেন সারা ভারত জুড়ে অশান্তি আর রক্তপাত না হয়, আর আমার মধ্যে যেন রাজকার্য পরিচালনা করার যোগ্যতা থাকে।' দরবেশ তখন আওরঙ্গজেবের বসা মখমলের চাদরে হাত চাপড়িয়ে বললেন, 'দেখো এইটাই হল দিল্লির সিংহাসন।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দরবেশ সবার উদ্দেশে কথা বললেন, 'দেখো, তোমরা তোমাদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করে নিয়েছ।' সকল শাহজাদা একবাক্যে উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন তাদের ভাগ্যফল। তখন দরবেশ বললেন, 'মাটিতে যারা বসেছে তারা বাদশাহী পাওয়ার যোগ্য নয়।'

সাহসিকতায় মুগ্ধ শাহজাহান

আওরঙ্গজেব বরাবরই সাহসী ছিলেন। সম্রাট আকবরও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হাতির শুঁড় ধরে পশ্চাদপসরণ করে দিয়েছিলেন। সম্রাট শাহজাহান শাহজাদা থাকার সময় নিজে একটি বাঘ শিকার করেছিলেন। তাদের তুলনায় আওরঙ্গজেবের সাহসের ভূমিকা আরও উল্লেখযোগ্য। ১৬৩৩ সালের ২রা মে তারিখের ঘটনা। আওরঙ্গজেবের তখন যুবক বয়স। সম্রাট শাহজাহান যমুনা নদীর তীরে সুধাকর এবং সুরতসুন্দর নামের বিশালদেহী দুই হাতির লড়াইয়ের আয়োজন করেন। সম্রাট নিজে সভাসদসহ হাতির লড়াই দেখতে গেলেন। সামনে সামনে ঘোড়ার পিঠে করে গেলেন তার তিন পুত্র। লড়াই দেখার বাড়তি কৌতূহলে শাহজাদা আওরঙ্গজেব চলে এলেন হাতি

www.pathagar.com

দুটোর একদম কাছাকাছি। হাতি দুটো খানিকটা ছোটাছুটি করে ঝুলবারান্দার নিচে তারা ভীষণ এক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। হঠাৎ একে অপরকে ছেড়ে সুরতসুন্দর খানিকটা পিছিয়ে যায়। সুধাকরের মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে না পেয়ে সুধাকর তেড়ে আসে আওরঙ্গজেব যেখানে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছিলেন সেদিকে। মাত্র ১৪ বছর বয়স হলেও ঠান্ডা মাথায় তিনি তার ঘোড়াকে পালিয়ে যাওয়া থেকে নিরস্ত করলেন। তারপর নিজের হাতের বর্শা ছুড়ে মারলেন সোজা হাতির মাথায়। চারপাশে তখন দারুণ হুলস্থুল। চিৎকার শুরু করলেন সভাসদেরা। হাতিকে ভয় দেখানোর জন্য তখন আতশবাজি পোড়ানো আরম্ভ হল। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হল না। হাতির লম্বা দাঁতের এক আঘাতে ভূপাতিত হল শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ঘোড়া। এক লাফে মাটি থেকে উঠে ক্রুদ্ধ জানোয়ারটির মুখোমুখি হলেন তিনি তরবারি হাতে। আতশবাজির ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে আসার সময় ঘোড়া লাফিয়ে ওঠায় ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন আওরঙ্গজেবের সাহায্যে এগিয়ে আসা তার বড় ভাই শাহজাদা সুজা। রাজা জয়সিংহও এগিয়ে এলেন। এমন সময় নতুনভাবে লড়াই শুরু করার জন্য এগিয়ে এল সুরতসুন্দর। ইতোমধ্যে বর্শার খোঁচা এবং তার দিকে ছোড়া আতশবাজির ভয়ে লড়াইয়ের মাঠ থেকে পালাতে শুরু করল সুধাকর। মাটি কাঁপিয়ে সুরতসুন্দর আবার তেড়ে গেল সুধাকরের পিছন পিছন। রক্ষা পেলেন দুই শাহজাদা।

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৭ : লড়াইয়ের মাঠে উন্মত্ত হাতিকে প্রতিহত করছেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব

সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবের সাহসিকতা দেখে স্তম্ভিত হলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এ ঘটনায় আওরঙ্গজেবের সাহসী চরিত্রের একটা পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবের সাহসের প্রশংসা করলেন। পিতার প্রশংসার জবাবে তিনি বললেন, 'এ লড়াইয়ে যদি মৃত্যুও হত আফসোস করার কিছু ছিল না। কারণ এটা হত গৌরবের মৃত্যু, মৃত্যুর হাত থেকে এমনকি সম্রাটেরও রেহাই নেই।' সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে মাত্র দু'বছর পরেই ১৬৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দিকে সম্রাট শাহজাহান বুন্দেলার যুদ্ধে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সেনাপতি মনোনীত করে যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এভাবেই রাজকার্যে পদার্পণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল শাহজাদা আওরঙ্গজেবের।

www.pathagar.com

পিত্রাদেশ পালনে নিষ্ঠা

আওরঙ্গজেব প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ছিলেন বলেই সম্রাট শাহজাহান নিজে তাকে অনেকবার জোর করেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহদমন ও প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সম্রাট শাহজাহান তার অন্যান্য পুত্রদেরকেও প্রেরণ করেছেন কিন্তু তারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। আদিল শাহ ও মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ করে শাহজাহান জয় লাভ করেন এবং দাক্ষিণাত্য তার সম্পূর্ণ করতলগত হয়। তখন সম্রাট শাহজাহান ভাবলেন কোন্ শাহজাদাকে দাক্ষিণাত্যের দায়িত্ব দেয়া যায়। অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি শাহজাদা আওরঙ্গজেবকেই যোগ্য বিবেচনা করে দাক্ষিণাত্যের প্রশাসক হিসাবে প্রেরণ করেন। শাহজাদাদের মধ্যে দারাশেকোহ পিতার অত্যধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়ে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অত্যধিক মদ্যপ ও রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। শাহজাদা সুজা ছিলেন মদ্যপ, কর্মবিমুখ ও অলস। তিনি স্থিরভাবে কোনো কাজ করতে পারতেন না। আর মুরাদের মধ্যে যোগ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও তিনি ছিলেন খুবই মদ্যপ, আয়েসী ও চরিত্রহীন। তবে কোনোক্রমেই তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে তুলনীয় ছিলেন না। সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৬ সালে একবার বলখ বিজয়ের উদ্দেশ্যে আলী মর্দান নামের এক সেনাপতিকে মুরাদের অধীনে ন্যস্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেন। আলীমর্দানের যুদ্ধ কৌশলের কারণে বলখ প্রদেশ মুঘল

www.pathagar.com

অধিকারে আসে। বলখ জয় করার পর আয়েসী মুরাদ পার্বত্য প্রদেশে আর থাকতে চাননি। বলখে সুষ্ঠু মুঘল প্রশাসন কায়েম না করেই তিনি বলখ ছেড়ে রাজধানীতে চলে আসেন। সাথে সাথে উজবেকগণ আবার বলখ অধিকার করে নেয়। সম্রাট তখন মুরাদকে তিরস্কার করেন। তারপর ১৬৪৭ সালে পাঠানো হয় আওরঙ্গজেবকে। তিনি বীর বিক্রমে আবার বলখ দখল করে বিদ্রোহী উজবেকদের মূলোচ্ছেদ করেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তারপর বুখারা থেকে এসে আবদুল আজিজ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করেন। আওরঙ্গজেব আবদুল আজিজের বাহিনীকে প্রতিহত করে তৈমুরাবাদের দিকে বিতারিত করেন। আওরঙ্গজেবের আক্রমণাত্মক কৌশল পর্যবেক্ষণ করে বুখারার সুলতান ভয় পেয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। সম্রাট শাহজাহানের পূর্বপুরুষ তৈমুরের বাসভূমি সমরখন্দ দখলের জন্য পূর্বে সম্রাট পুত্রদের কাছে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সমরখন্দ অভিযানে নেমেছিলেন কিন্তু সৈন্যবাহিনী দীর্ঘদিন বাইরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল বিধায় যুদ্ধবিমুখ হয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠায় আওরঙ্গজেব তার সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। এখানে শাহজাদা মুরাদের অযোগ্যতা আর আওরঙ্গজেবের যোগ্যতা ও পিত্রাদেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠার বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

www.pathagar.com

দারাশেকোহর ষড়যন্ত্র

১৬৪৪ সালে আকস্মিকভাবে দাক্ষিণাত্যের প্রথম সুবেদারি খারিজের মাধ্যমে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মর্যাদাহানি করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের এ আদেশের পিছনে ছিল জ্যেষ্ঠ শাহজাদা দারাশেকোহর ষড়যন্ত্র। ১৬৪৪ সালের ২৬শে মার্চের এক রাতে আগ্রা দুর্গে শাহজাদি জাহানারা তার পিতার কক্ষ থেকে নিজের কক্ষে ফেরার সময় বারান্দায় রাখা মোমবাতিতে ছোঁয়া লেগে তার ঘাগরায় আগুন লেগে যায়। জাহানারার শরীর দ্রুত এমন মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় যে মাস চারেক তিনি জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি দুলতে থাকেন।

দিল্লির প্রধান রাজকীয় চিকিৎসক অনেক চেষ্টার পরেও পোড়া ক্ষত সারাতে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু আরিফ নামের এক ক্রীতদাসের তৈরি করা মলম ব্যবহার করে শাহজাদি জাহানারার পোড়া ক্ষত সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। শাহজাদির আরোগ্য লাভের আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য ২৫শে নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানেই জাহানারার অনুরোধে আওরঙ্গজেব তার পিতার কৃপা লাভ করেন এবং হারানো পদমর্যাদা ফিরে পান।

অগ্নিদগ্ধ জাহানারাকে দেখার জন্য মে মাসের ২ তারিখ আগ্রা এসেছিলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। এখানেই, তিন সপ্তাহ পর, আকস্মিকভাবে তার পদমর্যাদা ও মাসোহারা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। তার একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, দারাশেকোহর অটল হিংস্রতা আর জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি সম্রাট

www.pathagar.com

শাহজাহানের পক্ষপাতিত্বের ফলে সম্রাটের আস্থা ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত আওরঙ্গজেব প্রতিবাদ হিসাবে পদত্যাগ করেন। তিনি অনুভব করেন যে জনসাধারণের চোখে তিনি ছোট হয়ে গেছেন এবং এই পরিস্থিতিতে তার পক্ষে আত্মসম্মান বজায় রেখে দাক্ষিণাত্য শাসন করা সম্ভব নয়।

সম্রাট শাহজাহান শাহজাদি জাহানারার মধ্যস্থতায় শাহজাদা আওরঙ্গজেবের প্রতি সদয় হন। ১৬৪৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি গুজরাটের সুবেদার হিসাবে আওরঙ্গজেবকে আবার প্রেরণ করেন।

শাহজাহানের ভুল বোঝা

শাহজাদা দারাশেকোহ সব সময় সুযোগ পেলেই পিতার নিকট আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রদান করতেন। মধ্য এশিয়ার শাহ আব্বাস কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য সাহসী যুদ্ধনীতি বিশারদ আওরঙ্গজেবকেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়। ১৬৪৮ সালের ডিসেম্বরে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেব বিজয়ী হলে সকলেই তার প্রশংসা করেন। এই বিজয় অপরাপর ভাইদেরকে বিশেষ করে দারাশেকোহকে চিন্তিত করে তোলে। দারাশেকোহ সবসময় সম্রাটের কানে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বিষবর্ষণ করতেন। এ সময়ে এক ঘটনা ঘটে। ১৬৪৯ সালের ১৬ই মে তারিখে সংঘটিত পারসিকদের সাথে যুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আওরঙ্গজেব জয় লাভ করতে পারেননি। তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হন। অপরের

www.pathagar.com

প্ররোচনায় সম্রাট শাহজাহান ক্রোধান্বিত হয়ে এ যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য আওরঙ্গজেবকে দায়ী করে অনতিবিলম্বে ফিরে আসার জন্য সম্রাট তাকে নির্দেশ দেন। লোকের কথা শুনে সম্রাট যে ভুল করেছিলেন একথা তাকে কেউ বলেনি। তবে তিনি নিজে চেষ্টা করেও যখন পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেননি তখন বুঝেছিলেন যে আওরঙ্গজেব ছিলেন ত্রুটিমুক্ত। তবে আওরঙ্গজেব ফিরে এসে কোনো অভিমান বা ক্রোধ প্রদর্শন না করে পিতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেছিলেন তাকে যেন উপাসনা করার সুযোগ দেয়া হয় এবং পড়াশুনা করা আর লেখালেখি করার মত ফুরসত প্রদান করা হয়।

সাগরদ্বয়ের মিলন প্রায়াস

আওরঙ্গজেব কোরআন ও হাদীসপন্থী সহজ, সরল, সত্যবাদী ও সদাচারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে কাজি বা মুফতি পদে ছিলেন না। বিচার, ফতওয়া, মীমাংসা, সমাধান, ইজমা ও কিয়াসের জন্য কাজি, মুফতি, আল্লামা ও ওলামাদের কমিটি ছিল। তাদেরই কাজ ছিল বিচার ও সমস্যার সমাধান করা। আর সিংহাসনের জন্য নয় বরং জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতেই আওরঙ্গজেবকে সিংহাসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অথচ ইতিহাসে তাকে সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি যদি ভাইদের হত্যা করতে চাইতেন তবে তো

www.pathagar.com

তার সিংহাসন লাভের পরপরই তা করার চেষ্টা করতেন। তিনি কি তা করেছেন? নিজেদের অপরাধের কারণে দায়েরকৃত মামলায় আদালতের রায়ের মাধ্যমে বড় ভাই দারাশোকোহ এবং ছোট ভাই মুরাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল।

আলী নকী খাঁ নামক জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারীকে মুরাদ হত্যা করেছিলেন। আলী নকী খানের এক নিকট আত্মীয় আদালতে মুরাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন। বাদশাহ নিজে বিচার করার যোগ্যতা এবং অধিকার রাখলেও নীতি অনুসারে তিনি বিচার বিভাগীয় প্রধান বিচারপতির নিকট বিচারের জন্য ফরিয়াদির আবেদন প্রেরণ করেন। সাক্ষী ও প্রমাণে আলী নকী খানকে মুরাদ অন্যায়ভাবে যে হত্যা করেছেন তা প্রমাণিত হয়। আর ইসলাম ধর্মের আইনানুসারে প্রাণনাশের শাস্তি প্রাণদণ্ড তবে তা অবশ্যই প্রমাণের পূর্বে নয়। মুরাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারপতি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অথচ সিংহাসনে আরোহণের অনেক পরে অপরাধের কারণে বিচারকের বিচারে মুরাদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য ইতিহাসে অনেকে আওরঙ্গজেবকে দায়ী করে থাকেন—যা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আওরঙ্গজেব তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাশেকোহকে হত্যা করেছিলেন—এ রকম কথাও ইতিহাসে সরলভাবে পাওয়া যায়। দারাশেকোহর মৃত্যুদণ্ডও হয়েছিল আদালতের বিচারকের রায়ে। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার অনেক পরে দারাশেকোহর বিরুদ্ধে কাজি

www.pathagar.com

মুফতির দরবারে একটি ঐতিহাসিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, সে অভিযোগের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। তিনি রাজদ্রোহিতা, গুপ্তচরবৃত্তি, শত্রুরাষ্ট্রের সাথে আঁতাত ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

ইসলামের আইনে যখন তখন মনগড়া কোনো শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা নেই। যেমন বৈদ্যুতিক শক দেয়া, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা কিংবা গরম তেলে বা পানিতে সেদ্ধ করে হত্যা করা, মলদ্বারে লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে হত্যা করা, বিষপান করানো ইত্যাদি শাস্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামের আইনে কেউ কারও প্রাণনাশ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে এবং মুরতাদ হলে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। দারাশেকোহর প্রাণদণ্ড হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আদেশে নয়, আইনের অনুকূলে বিচারকের বিচারে। মদ্যপান, ব্যভিচার ও স্বধর্ম ত্যাগের মত একাধিক কারণে বিচারকমণ্ডলী তাকে প্রাণদণ্ড প্রদানে বাধ্য হয়েছিলেন।

বেশ কিছু হিন্দু রাজপুত নেতার প্ররোচনায় আকবর মুসলমান নামধারী হিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। যুবক বয়সে জাহাঙ্গীরও অনুরূপ অবস্থায় ছিলেন এবং পরবর্তীকালে দারাশেকোহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। দারাশেকোহর ধারণা হয়েছিল হিন্দুস্থানে হিন্দু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই তাদেরকে হাতে রাখতে পারলে সম্রাট হওয়া অনেকাংশেই সহজ হবে। সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করে তিনিও দীনি ইলাহীর মত এক নতুন ধর্মমতের ফর্মুলা দিয়ে মাজমাউল

www.pathagar.com

বাহরাইন নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মাজমাউল বাহরাইন কথার অর্থ সাগরদ্বয়ের মিলন। তিনি মনে করেছিলেন ভারতের হিন্দুধর্ম ও ইসলাম যেন দুটি সাগর আর এই দু'সাগরের মিলন ঘটিয়ে খিচুড়ি তৈরি করাই ছিল তার পরিকল্পনা। দারাশেকোহ সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ পর্যায়ে পারদর্শী ছিলেন। জনৈক হিন্দু পণ্ডিত মাওলানা পরিচয় দিয়ে দারাশেকোহর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং উপনিষদের মহিমা বর্ণনা করে তা থেকে শিক্ষা নিতে দারাশেকোহকে পরামর্শ দেন। ছদ্মবেশী মাওলানার পরামর্শ অনুসারে দারাশেকোহ বেনারস থেকে কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করেন এবং তাদের নিকট থেকে মনোযোগ সহকারে উপনিষদ শিক্ষা করেন। সেখান থেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি ছয় মাস পরিশ্রম করে ফারসি ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করে কিছু টীকা টিপ্পনীতে নিজের সৃষ্ট ধর্মের কথা সংযোজন করেন। আর উপনিষদ ও সাগরদ্বয়ের মিলনগ্রন্থকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কোরআন ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতেও দ্বিধা করেননি। তার মাজমাউল বাহরাইন গ্রন্থের অনুবাদ করেন ফারসি কবি মুসাআকতাই দুর্পেয়া।

দারাশেকোহ সিংহাসন লাভের জন্য হিন্দু নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন এবং পক্ষান্তরে তাদেরকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। দারার প্রতি বিশ্বাস অর্জনের জন্য তিনি মথুরায় একটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। হিন্দুদের মন্দিরে ভিড় হওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। দারার দ্বারা সজ্জিত মন্দিরগুলো

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে উঠেছিল। দারার সাহায্যপুষ্ট কেশব রায়ের মন্দির ও গুজরাটের মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে নানা অলীক গল্পের প্রচলন করা হয়েছিল।

সৃষ্ট অলীক গল্প যেমন, সম্রাট শাহজাহান একবার অসুস্থ হলে শাহজাদা দারাশেকোহ ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন হন এবং এক ঠাকুর দেবতার বরে বৃদ্ধ শাহজাহান সুস্থ হয়ে ওঠেন। সে কারণে দারাশেকোহ ঠাকুর দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। এসব কথা বিশ্বাস করে অনেক হিন্দু মুসলমান মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে মন্দিরগুলো হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার অনেকদিন পরে দারাশেকোহর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। সেই মোকদ্দমায় দারাশেকোহর স্বহস্তে লিখিত পত্র, সনদযুক্ত লেখা, পুস্তকাদি ও প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। মোকদ্দমায় বিচারকের রায়ে দারাশেকোহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিচারে দারাশেকোহর প্রতি দণ্ড প্রদানের সংবাদ প্রকাশের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব বিচারকদের উদ্দেশে বলে পাঠিয়েছিলেন, 'আপনারা যে রায় দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করার কোনো স্পর্ধা আমার নেই। কোরআন হাদীসের আলোকে বিচারে যে রায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ করা।' অনেকে বলে থাকেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব তার ভাই মুরাদ ও দারাশেকোহকে হত্যা করেছেন। তাদের

www.pathagar.com

উভয়ের প্রাণদণ্ড হয়েছিল আওরঙ্গজেবের সম্রাট হওয়ার অনেক পরে আদালতের বিচারকের রায়ে। জিঘাংসামূলে যদি আওরঙ্গজেবের ভাইদের হত্যার মানসিকতা থাকত তাহলে সেটি সংঘটিত হতে পারত সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই। অতদিন বিলম্ব করার কোনো প্রয়োজন ছিল কি?

ব্রাহ্মণ কন্যাকে রক্ষা

পাঞ্জাবের নিকটবর্তী এক গ্রামের ঘটনা। সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রেরিত এক মুসলমান সেনাপতি তার বাহিনী নিয়ে পল্লীর ভিতর দিয়ে যাওয়ার কালে এক ব্রাহ্মণের অপরূপ সুন্দরী যুবতী কন্যা তার নজরে পড়ে। লোভাতুর সেনাপতি ব্রাহ্মণের নিকট সে কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং এক মাস পরে বিয়ে করতে আসবেন বলে নিশ্চিত জানিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে, কতিপয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের পরামর্শে ব্রাহ্মণ সাহস করে সরাসরি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ধৈর্য ধরে ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন এবং বিয়ের দিন তিনি নিজে তার বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানালেন। সেনাপতি বা কারও নিকট বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আসলেই সম্রাট তার বাড়িতে আসবেন কি না সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ সন্দিহান থাকলেও যদি এসেই পড়েন তাহলে তার সাথে অনেক লোক লস্কর থাকবে তাদের

www.pathagar.com

কীভাবে ব্যবস্থা করবেন এই নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। এদিকে বিয়ের দিনের আগের রাতে সম্রাট সাধারণভাবে একাই গিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হন। সারা রাত এবাদত বন্দিগীতে আর চোখের পানি ফেলে কাটিয়ে দেন। পরদিন যথাসময়ে বিয়ে করার জন্য সেনাপতি বর বেশে ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে হাজির হন। ব্রাহ্মণকে সেনাপতি বললেন যে বিয়ের আগে তার মেয়েকে দেখা উত্তম। তখন পূর্বনির্দেশমত স্থান দেখিয়ে দেয়া হয় যে কক্ষে সম্রাট রয়েছেন। সেনাপতি বর বেশে উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের বুকভরা আবেগে মুখে হাসি নিয়ে সে কক্ষে প্রবেশ করেই নাঙ্গা তলোয়ার হাতে স্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেবকে দেখে থরথর করে কেঁপে ক্ষমা চাওয়ার আগেই দুঃখ, লজ্জা, শাস্তি আর অপমানের আশঙ্কায় বেহুঁশ হয়ে ভূমিতে পতিত হন। কন্যার পিতা সেই ব্রাহ্মণ সম্রাটের সুবিচার, দায়িত্ববোধ আর অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা দেখে রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে সম্রাটের নিকট তার ঋণী থাকার কথা বললেন। সম্রাট ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে, এটা তারই দায়িত্ব ছিল। দায়িত্বটুকু পালন করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। এ ঘটনার পর ব্রাহ্মণের গ্রামের (পল্লীর) নাম সম্রাটের নামে হয়ে যায় আলমগীর।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আজ আর নেই সত্য কিন্তু তার মহিমান্বিত অমর কীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রয়েছে আলমগীর গ্রামের অণূ পরমাণুতে। এমনি এক মহান হৃদয়ের ও উদার চরিত্রের সম্রাটকে ইতিহাসে নিঃসঙ্কোচে

www.pathagar.com

হিন্দুবিদ্বেষী বলে চিত্রিত করতে ঐতিহাসিকদের কলম এতটুকু কি কেঁপে ওঠেনি?

ব্রাহ্মণদের অধিকার রক্ষা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বেনারস বা কাশীতে কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান অতি উৎসাহী ও অতিভক্তির নামে কিছু হিন্দুমন্দির ধ্বংস ও পূজারী ব্রাহ্মণের ক্ষতি সাধন করেছিল। বেনারসের এই ঘটনার সংবাদ সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট আসে। সম্রাট হিন্দুমন্দির ও ব্রাহ্মণদের ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। মন্দির ও ব্রাহ্মণদের ক্ষতিপূরণের জন্য অনেক অর্থ প্রদান করেন। তিনি সাম্রাজ্যে একটি ফরমান জারি করেন। ফরমান বা অর্ডিন্যান্সটি ছিল (বঙ্গানুবাদ) এমন, 'প্রজাদের মঙ্গলার্থে ব্যথিত হৃদয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের ছোট বড় সকল প্রজা পরস্পর শান্তি ও একতার সঙ্গে বাস করবে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী আরও ঘোষণা করছি যে, হিন্দুদের উপাসনালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করা হবে। যেহেতু আমাদের কাছে আকস্মিক সংবাদ পৌঁছেছে যে, কতিপয় লোক আমাদের বারাণসীধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগণের সঙ্গে অসম্মানসূচক নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে ও ব্রাহ্মণদেরকে তাদের প্রাচীন ন্যায়সঙ্গত উপাসনার অধিকারে বাধা দিতে মনস্থ করেছে। আমাদের কাছে আরও জানানো হয়েছে যে, এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে তাদের মনে দারুণ দুঃখ, ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমরা এই ফরমান (অর্ডিন্যান্স) জারি করছি এবং এটা সাম্রাজ্যের সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হোক যে এই ফরমান

www.pathagar.com

জারি হওয়ার তারিখ হতে কোনো ব্রাহ্মণকে যেন তার উপাসনার কাজে বাধা দান বা কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা হয়। আমাদের হিন্দু প্রজাগণ

আলোকচিত্র ৮ : পূর্ণ যৌবনে শাহজাদা আওরঙ্গজেব

যেন শান্তির সঙ্গে বাস করতে পারেন এবং আমাদের সৌভাগ্য ও উন্নতির জন্য আশীর্বাদ করেন।'

এ রকম অনেক মন্দির রয়েছে যেগুলি সম্রাটের নির্দেশে সরকারি অনুদানে পুনর্নির্মিত হয়েছে কিংবা মেরামত করা হয়েছে। কাশ্মিরে হিন্দুদের মন্দির রক্ষার্থে সম্রাট কর্তৃক যে সমস্ত জমি, বৃত্তি দান করা হয়েছে সে

www.pathagar.com

সকল ফরমান দেখে সহজেই অবগত হওয়া যায় যে, তার মধ্যে অধিকাংশ ফরমানে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নাম অঙ্কিত রয়েছে।

হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না

চিত্রকোটের রামঘাটের উত্তরে অবস্থিত বালাজী মন্দির বা বিষ্ণু মন্দিরটি একটি ঐতিহাসিক মন্দির। এ বালাজী মন্দিরে গেলে তার গায়ে লেখা দেখতে পাওয়া যাবে, 'সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত বালাজী মন্দির।' কোনো মুসলমানের মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ, মূর্তি বা মন্দির নির্মাণ নিষেধ আছে। যখন হিন্দু প্রজা মন্দির বা অন্য ধর্মের লোক বা সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ের কোনোরূপ ক্ষতি হয় তখন সেগুলির মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেশের সরকার বা শাসকের উপরই বর্তায়, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। ভারতের অন্যতম মন্দিরপ্রধান তীর্থস্থান বেনারসের বহু হিন্দুমন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব যে জায়গির স্বরূপ অনেক জমি দান করেছেন তার রেকর্ড এখনও সে সকল মন্দিরের রেকর্ডপত্রে রয়েছে।

অনেক ইতিহাসবিদ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে হিন্দুবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করে থাকেন। অথচ তিনি ভিন্ন ধর্মের ও মতাদর্শের প্রতি যথেষ্ট উদার, মহৎ ও সহনশীল ছিলেন।

কর্মচারী নিয়োগে পার্থিব যোগ্যতা

ইসলাম ধর্মের ভিতর অনেক মত আছে। এমনি একটি মতাদর্শ হচ্ছে শিয়া মত। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন

www.pathagar.com

শিয়া মতাদর্শের বিরোধী। তার প্রশাসনে একবার সদরবখ্‌শী পদে শিয়া মতাদর্শের একজন দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ লাভ করে সুষ্ঠুভাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। সম্রাটের প্রভাবশালী আমলা ছিলেন আমিন খান। তিনি সম্রাটের নজরে আনলেন যে সদরবখ্‌শী একজন শিয়া, তাকে ঐ পদ থেকে না সরালে ধর্মের ক্ষতি হবে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। আমিন খান শিয়া মতাবলম্বী সদরবখ্‌শীকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সম্রাটের নিকট জোর সুপারিশ করেন। আমিন খানের সুপারিশের লিখিত জবাবে সম্রাট জানালেন, পার্থিব যোগ্যতা ও প্রয়োজনকে দেখেই তার এই নির্বাচন, এখানে ধর্মের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারের সম্পর্ক কোথায়? প্রশাসনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভণ্ডামির তিনি বিরোধী ছিলেন। সম্রাট আরও জানিয়েছিলেন, আপনার এই নিয়ম যদি সত্যই আমাকে গ্রহণ করতে হয় তাহলে প্রতিটি (অমুসলমান) রাজা ও তাদের সমর্থকদের অপসারণ করা কি আমার কর্তব্য হবে না?

ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি অপছন্দ

সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। আবার যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক সিদ্ধান্তে তিনি সর্বদা অটল থাকতেন। এক সময়ে ভারতের কোন কোনো স্থানে মন্দির তৈরির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এক জায়গায় যেখানে একটি মন্দির হলেই চলে সেখানে লাগালাগি দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশ' করে মন্দির নির্মাণ হতে লাগল। আর ধর্মের এ বাড়াবাড়ি একটু দৃষ্টিকটু

www.pathagar.com

হওয়ারই কথা। মসজিদের ক্ষেত্রেও সম্রাটের একই অভিমত ছিল। বিনা প্রয়োজনে এক স্থানে একাধিক মসজিদের তিনি বিরোধী ছিলেন। লোক সংকুলান না হলে মসজিদের পরিসর বাড়ানো যেতে পারে। প্রয়োজনে মসজিদের তলা বাড়িয়ে বহুতল করা যেতে পারে। কাছাকাছি ছোট ছোট মসজিদ তৈরি নিষ্প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদে ছোট ছোট অনেক মসজিদ রয়েছে যাতে নকশা আর কারুকাজের ছড়াছড়িই বেশি দেখা যায়। মন্দিরের বেলায় তো আরও ভয়াবহ অবস্থা। মন্দিরের ভিতর লোক ধারণের প্রশ্ন ওঠে না কারণ মন্দিরের ভিতরে সাধারণভাবেই সাধারণের প্রবেশাধিকার সীমিত থাকে। অতএব গায়ে গায়ে লাগানো অত মন্দিরের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। ভারতের কোনো কোনো শহরে ছোট ছোট এবং গায়ে গায়ে লাগানো ১০৮টি কিংবা তারও অধিক মন্দিরও দেখা গেছে।

হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান হচ্ছে বেনারস এবং এখানকার উচ্চ শ্রেণি কিংবা নিম্ন শ্রেণি সকলেই মনে করে সমস্ত উন্নতির চাবি রয়েছে মন্দিরের দেবতার হাতে। বহু অর্থ ব্যয়ে নতুন নতুন মন্দির নির্মাণ কাজ চলছে। সেখানকার মুসলমান প্রশাসক গোপনে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, 'বেনারস হিন্দুদের একটি ধর্মীয় ঘাঁটি, উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণি প্রত্যেকে মনে করে সমস্ত উন্নতির কুঞ্জী ঐ মন্দিরের দেবতার হাত আছে। মন্দিরের নিত্যনতুন নির্মাণ ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং বহু অর্থ ব্যয়ে তাতে

www.pathagar.com

কারুকার্য করার কাজ চলছেই, যেন তার শেষ নেই। এক মন্দির অপর মন্দিরের সাথে পাল্লা দিয়ে জিততে চাচ্ছে। যদি এখানে এ মন্দিরের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের উপর কিছু শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা ঠিক হবে কি না? তবে এখানকার কেউ কেউ মনে করেন ব্রাহ্মণদের উপাসনা ভিত্তি শিথিল করতে পারলে লোকে আমাদের ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিত হতে পারে।'

তার উত্তরে সম্রাট আওরঙ্গজেব যে পত্র লিখেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য এবং লক্ষ্যণীয়—'প্রজাদের উন্নতি সাধন এবং সকল নিম্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন আমাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য। সেহেতু আমাদের পবিত্র আইন অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে পুরাতন মন্দিরগুলো বিনষ্ট করা হবে না কিন্তু অযথা নতুন কিছু সৃষ্টি করাও চলবে না।... কোনো লোক অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণ অথবা তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা তাদের ওপরে কোনো হামলা করতে পারবে না। তারা যেন পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুস্থ মনে প্রার্থনা করতে পারে।' সম্রাট আওরঙ্গজেব বেনারসের প্রশাসকের ধর্মীয় বাড়াবাড়ির এ প্রস্তাবে কোনোই সাড়া দেননি। জনশ্রুতি আছে, কোনো কোনো মন্দিরের পূজারিরা দেবতার নামে পূজা দেয়ার কালে পবিত্র মন্দিরের রক্ষাকারী সম্রাট আওরঙ্গজেবকেও ভক্তি ভরে এখনও স্মরণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

হিন্দু বিদ্বেষী ও অত্যাচারী ছিলেন?

অনেক ঐতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের ওপর হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ও বিদ্বেষের অভিযোগ আরোপ করে থাকেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্ব করেছেন, যদি তিনি অত্যাচার-নির্যাতন চালাতেন তাহলে এ দীর্ঘ সময়ের পর ভারতে কি হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকার কথা! শুধু আওরঙ্গজেব কেন অনেক মুসলমান রাজা-বাদশাহ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করে গেছেন, অথচ আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো একটি জাতি মুসলমানের অত্যাচারে এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার প্রমাণ নেই। অপর পক্ষে এই ভারতে এক ধর্মের চাপে অন্য ধর্ম, এক জাতির চাপে অপর জাতি অস্তিত্ব হারিয়েছে। আমাদের সামনে অনেক নজিরের মধ্যে বৌদ্ধদের কথাই ধরা যেতে পারে।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম এ অঞ্চলে এবং এক সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, ছিল সাহিত্য সংস্কৃতিতে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের চাপে বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিলুপ্ত। তাছাড়া অনেকের মতে ভারতে বহু স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। আজকাল সেসব জাতি নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকে যেমন—জৈন, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, সাঁওতাল ইত্যাদি অন্যতম। দীর্ঘ মুসলমান শাসনের পরেও ভারতে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের চার গুণেরও বেশি। অর্ধ-শতাব্দীকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কিছু ঐতিহাসিক যে হিন্দুবিদ্বেষী ও অত্যাচারী বলার চেষ্টা করেন বাস্তবে কি তার প্রমাণ

www.pathagar.com

মেলে? অন্যদিকে দেখলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কোন ঐতিহাসিক বা গবেষক ও মুঘল তথা মুসলিম শাসনকালকে নিজেদের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেননি। বরাবরই তাদের সহঅবস্থানকে পরস্পর ব্যবহার করতেই দেখা গেছে। যার প্রমাণ ও প্রভাব ও এখনো ভারতবর্ষে সূর্য্যালোকর মতো পরিষ্কার।

রাজকার্যে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ

সম্রাট আকবর হিন্দুদের পরম হিতৈষী ছিলেন বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা সম্রাট আকবরের আমলের চেয়েও বেশি ছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে প্রত্যেকেই কাজকর্মে এবং স্ব স্ব ধর্ম পালনে স্বাধীন ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তার দরবারে বড় বড় পদে ও মর্যাদায় স্থান পেয়েছিলেন রাজা রামরূপ সিং, কবীর সিং, অর্ঘনাথ সিং, প্রেমদেব সিং, দিলীপ রায় প্রমুখ হিন্দু ব্যক্তি। রাজা রামরূপ সিংকে সম্রাট এত বিশ্বাস করতেন যে শ্রীনগরের রাজার বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধটাই তার অধীনে পরিচালিত হয়েছিল।

কবীর সিং ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশেষ লোক ও উপদেষ্টা। আসামের যুদ্ধের জন্য সম্রাট প্রেমদেব সিংকে বাছাই করেছিলেন। দিলীপ রায় ছিলেন আওরঙ্গজেবের খুবই বিশ্বস্ত লোক। এ ছাড়া পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতিতে হিন্দু কর্মচারীদের ব্যাপক সংখ্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত

www.pathagar.com

হত। তিনি বরাবরই ভারতবের্ষর গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তিতে বিশ্বস্থ হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন হিন্দুদের। রাজস্ব বিভাগে মুন্সির পদগুলি বলা যায় একচেটিয়া হিন্দুদেরই ছিল। তার কারণ, সম্রাট চাইতেন কর আদায়ে যেন দেশের হিন্দুরা কোনো প্রকারে অত্যাচারিত না হয়। রসিকলাল ক্রোরী ছিলেন সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তি এবং তিনি রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

শুধু তাই নয়, এমন কোনো বিভাগ ছিল না যে বিভাগে হিন্দু কর্মচারী ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব আইন জারি করেছিলেন যে, প্রত্যেক বিভাগে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে পুরাতন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও আধুনিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে দেখা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুদের প্রতি শুধু উদারই নন, উদারতম নৃপতি হিসাবে পরিগণিত হন। তারপরেও প্রশ্ন আসে, সেজন্য সবাই কি সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন? জবাবে বলা যায়— অবশ্যই সবাই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার যথাযথ কারণও রয়েছে। সম্রাটের দরবারে এযাবৎ যে সকল গর্হিত ও বেআইনী কাজ চলে আসছিল এবং সম্রাট আকবর সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রমুখের দ্বারা যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল তার ফলে সারা ভারতে ধর্মের নামে, আভিজাত্যের নামে, সংস্কৃতির নামে যত আগাছা গজিয়েছিল সেগুলো একধার থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেব উৎপাটন শুরু করাতে যাদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তারাই অভিযোগ করেছেন। অবশ্য পরে ক্রমশ সর্বভারতীয় উন্নতি ও

www.pathagar.com

শাস্তি দেখে অনেক সমালোচক ও অভিযোগকারীই লজ্জা ও অনুশোচনায় ভুগেছেন এবং তারই তাঁর সুশাসনে দেশ ও মানুষের কল্যাণের সুফল পেয়েছিল দীর্ঘ মেয়াদে। যার প্রমাণ বিভিন্নভাবে ভারতবর্ষে রয়েছে।

হিন্দু বিদ্বেষের অভিযোগ

অনেক ইতিহাসবিদ বলেছেন যে সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুদেরকে বিশ্বাস করতেন না। অথচ বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। তিনি যদি কাউকে বিশ্বাস না করতেন তবে তিনি কখন টুপি সেলাই করতেন, কখন কোরআন কপি (নকল) করতেন, কীভাবে এত নামাজ পড়তেন। আর কারও কথা না উল্লেখ করে যশোবন্ত সিংয়ের কথাই ধরা যাক। যশোবন্ত সিং দারাশেকোহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে আওরঙ্গজেবের সাথে যোগদান করেছিলেন। সেখানেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আবার সুজার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আবার আওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং সম্রাট পবিত্র কোরআনের আদর্শ মেনে ও নবী (সা.)-এর বাণী স্মরণ করে তাকে ক্ষমাও করেছিলেন। যশোবন্ত সিংকে সম্রাট বিশ্বাস করে তাকে শাসনকর্তা মনোনীত করে কাবুলে প্রেরণ করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু ক্ষমা করা নয়, তাকে প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করে কাবুলে প্রেরণ করা কি আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান, হিন্দুকে বিশ্বাস করতেন না বা হিন্দুবিদ্বেষী এসব পরিচয় বহন করে? হিন্দু সেনাপতি জয়সিংকে তিনি শিবাজীর

www.pathagar.com

দেখাশুনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শিবাজীর পলায়ণের পরেও তিনি জয়সিংকে দায়ী করেননি। শিবাজী কতভাবে আওরঙ্গজেবকে অস্থিরতার ফেলতে চেষ্টা করেছিল বার বার তবুও অন্তরে আওরঙ্গজেব তার প্রতি সহনসীল মনোভাব দেখিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। উদয়পুরের মহারাজা রাজসিংয়ের পুত্র রাজা ভীম সিং আওরঙ্গজেবের উচ্চ মানের সামরিক অফিসার ছিলেন। তার অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। যারা আওরঙ্গজেবকে হিন্দুবিদ্বেষী, কাউকে বিশ্বাস করতেন না, হিন্দুদেরকে রাজকার্য থেকে বিতারিত করতেন বলে মনগড়াভাবে অভিযুক্ত করতেন সে সকল মতলবি লেখকই বরং একদিন প্রকৃত ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামি প্রতিপন্ন হবেন। তবে যারা কাঁচা লেখক, প্রকৃত তথ্য না জানার কারণে তাকে দোষারোপ করেছেন, তারা ক্ষমা পাওয়ার দাবি করতে পারেন।

দারাশেকোহর ষড়যন্ত্র

সম্রাট শাহজাহানের শেষ সময়ে তার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণে কোনো কিছু তদন্ত বা সমীক্ষার পরিবর্তে সংবাদদাতা যা প্রথমে শোনাতেন তাই তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যেত। তারপর প্রথমে শোনা কথা বা তথ্য ভুল হলেও তা মুছে ফেলা বা আসল কথা তাকে বোধগম্য করানো বেশ কষ্টকর হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে তাকে মস্তিষ্ক বিকৃত রোগী বলে গণ্য করা হত কারণ অতিবৃদ্ধ, স্ত্রীর বিয়োগব্যথা ও মারাত্মক অসুস্থতার জন্য তিনি আর স্বাভাবিক ছিলেন

www.pathagar.com

না। সে সময়ে দারাশেকোহ ও তার অনুচরদের প্ররোচনায় তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছিলেন, তা হলে তার যশ ও খ্যাতির মৃত্যু ঘটাত। আওরঙ্গজেব যখন রাজধানী থেকে দূরে ছিলেন তখন তার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর আকবরকে সিংহাসন দেবার লোভ দেখিয়ে পিতা আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলতে সম্রাট শাহজাহান চেষ্টা করেন। তবে সে সময়ে এ অপচেষ্টা সফল হয়নি। দারাশেকোহ ও তার সমর্থকদের প্ররোচনায় সম্রাট আরেক জঘন্য ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন।

আওরঙ্গজেব ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের লোক। তার চরিত্রে নারীলিপ্সা কিংবা মাদকাসক্তি ছিল না। এ বিষয়টি সব মহলের জানা ছিল। তারা আওরঙ্গজেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। দারাশেকোহ ও তার সহযোগীরা এটা বুঝেছিলেন যে আওরঙ্গজেবকে হত্যা করা হলে বিদ্রোহ ও বিপ্লব মাথাচাড়া দিতে পারে। সেজন্য তারা পরিকল্পনা করেন, আওরঙ্গজেবকে রাজপ্রাসাদে আসতে বলা হবে। প্রাসাদে প্রবেশের সাথে সাথে দুর্ধর্ষ তাতার যুবতীরা তাকে জোর করে মদ্যপান করানোর চেষ্টা করে সকলে মিলে হত্যা করবে। পরে বাইরে রটিয়ে দেয়া হবে যে মদ্যপানের ও ব্যভিচারের কপট বিরোধী থাকলেও হেরেমে তিনি মদ্যপান করতেন এবং অত্যধিক মদ্যপানের ফলে উন্মত্ত হয়ে ব্যভিচারের চেষ্টাকালে তাতার যুবতীদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের ধারণা ছিল পরে সবাই এই গল্প মেনে নেবে এবং ভাববে 'চকচক করলেই সোনা হয় না।' আগেই শাহজাহানকে

www.pathagar.com

শোনানো হয়েছিল যে আওরঙ্গজেব পিতৃহত্যার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু দারাশেকোহ ও তার অনুচরদের সাবধানতার কারণে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা আওরঙ্গজেবের বিদুষী বোন রওশন আরা কোনোভাবে অবহিত হয়েছিলেন। রওশন আরা সব সময় আওরঙ্গজেবের মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন আওরঙ্গজেবের মৃত্যু অবধারিত তখন নিজস্ব ও বিশ্বস্ত দূত মারফত সমস্ত চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

কবিবন্ধুর দোয়া কামনা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছাত্রজীবনের জনৈক বন্ধু কাব্যচর্চা করতেন। কাব্যচর্চা করতে গিয়ে আয় রোজগার করতে না পেরে কবিবন্ধু সর্বস্বান্ত হয়ে দুরবস্থায় পড়ে যান। কবির মা একদিন তাকে তার বাল্যবন্ধু আওরঙ্গজেবের কাছে সহায়তার জন্য যেতে পরামর্শ দেন। মায়ের পরামর্শ অনুসারে কবি সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে চলে আসেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব বন্ধুকে প্রশ্ন করে জানতে চান যে তিনি বন্ধু আওরঙ্গজেবের কাছে এসেছেন নাকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট এসেছেন। তখন কবি প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে তিনি বন্ধু আওরঙ্গজেবের নিকট এসেছেন। তখন আওরঙ্গজেব কবিবন্ধুকে এক সাধারণ কামরায় নিয়ে বসান। কবি সে কামরায় গিয়ে সেখানে একটি চৌকি, পবিত্র কোরআন শরীফ আর লেখার কিছু

www.pathagar.com

উপকরণ দেখতে পেয়ে আশ্চার্যান্বিত হন। আওরঙ্গজেব তার বন্ধুর অবস্থা জানতে চান। আওরঙ্গজেবের করুণ অবস্থা দেখে কবিবন্ধু তখন হাসতে থাকেন। তার নিজের দুরবস্থার কথা আওরঙ্গজেবের নিকট আর বলার উৎসাহ পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় আওরঙ্গজেব বন্ধুকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। কবিবন্ধু তখন বললেন যে তিনি সম্রাটের নয়, বন্ধু আওরঙ্গজেবেরই সহায়তা কামনা করেন। তখন আওরঙ্গজেব তার নিজের জন্য রাখা একটি শুকনো রুটি দিয়ে কবিবন্ধুর আপ্যায়ন করেন। ফিরে যাওয়ার সময় আওরঙ্গজেব তার স্বোপার্জিত ও গচ্ছিত একটি টাকা কবিবন্ধুকে দিয়ে দেন। কবিবন্ধু আওরঙ্গজেবকে দোয়া করে বাড়ি আসার পথে বাজারে গিয়ে একটি লোভনীয় বড় মাছ দেখে এক টাকায় তা কিনে নিয়ে আসেন। বাড়িতে আনার পর মাছটি কাটা হলে মাছের পেটে একটি আশ্চর্যজনক পাথর পাওয়া যায়। জহুরীর নিকট যাচাই করা হলে জানা যায় যে পাথরটির দাম প্রায় পনের হাজার টাকা। পরদিন পাথরটি নিয়ে আওরঙ্গজেবের কাছে গেলে তিনি কবিবন্ধুকে বলেন যে এত দামি পাথর কেনার সামর্থ্য তার নেই। তারই পরামর্শে পাথরটি নিয়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাছে গেলে খাজাঞ্চিখানায় যাচাই করে পাথরের দাম পঁচিশ হাজার বলে জানান। পরে পাথরটি কিনে রাজকোষে রেখে পঁচিশ হাজার টাকা কবিকে দেয়া হয়। পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে কবিবন্ধু আবার বন্ধু আওরঙ্গজেবের কাছে যান। যেহেতু মাছ কেনার টাকা আওরঙ্গজেব দিয়েছেন তাই অর্ধেক টাকা

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের প্রাপ্য বলে কবিবন্ধু তাকে অবহিত করেন। কবিবন্ধুর প্রস্তাবে আওরঙ্গজেব বলেন যে এটা কিসমত ও তকদীরের ফল, অতএব পঁচিশ হাজার টাকাই কবিবন্ধুর প্রাপ্য। আল্লাহ যেন তার মনোবল কায়েম রাখেন সেজন্য আওরঙ্গজেব কবিবন্ধুর দোয়া কামনা করেন।

হিন্দুকে মুসলমান করার অভিযোগ

আওরঙ্গজেবের উপর অনেক ঐতিহাসিক জোর করে হিন্দুদেরকে মুসলমান করার অভিযোগ করে থাকেন। আবার অনেকে হিন্দুদের উপাসনালয় বা মন্দির ধ্বংস করার কারণে তাকে দোষারোপ করেন। আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্বকালে হিন্দুদেরকে জোর করে মুসলমান করার কোনো নজির নেই। শিবাজীর পৌত্র শাহু আট বছর আওরঙ্গজেবের কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনিও মুক্তি পেয়ে হিন্দু হিসাবেই নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মন্দিরে ব্রাহ্মণগণ ঘাঁটি করে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন সেইগুলিকে ধ্বংস করার জন্য আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো মন্দিরকে কুচক্রীগণ রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। ফলে সেগুলি ধ্বংসের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সম্রাট আকবরের সময়ে কিছু মসজিদ ভেঙে মন্দির করা হয়েছিল এবং অনেক মসজিদকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে মন্দির বানানো হয়েছিল। সে মন্দিরগুলিকে আবার মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

তাছাড়া বিধর্মীদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা বা মন্দির ধ্বংস করা আওরঙ্গজেবের নীতি ছিল না।

মুণ্ডিয় সন্ন্যাসী সৎনামীদের দমন

আওরঙ্গজেবের আমলে ১৬৭২ সালের দিকে সৎনামী নামে একটি দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী সন্ন্যাসী দলের আবির্ভাব হয়েছিল। বাদশাহর অনেক সৈন্য তাদের দ্বারা নিহত হয়েছিল। তাদের দ্বারা অনেক মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ দলের নেতারা প্রচার করত যে যারা তাদের সাথে যোগদান করবে এবং যুদ্ধ করবে তারা মারা যাবে না। আর তারা ভাগ্যচক্রে মারা গেলেও একজনের রক্তে আবার ৮০ জন লোক তৈরি হবে। এ ধোঁকাতে এই সৎনামী দলে ও লুটতরাজে অনেক হিন্দু যোগদান করে। দেখতে দেখতে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় প্রায় পাঁচ হাজার জনে। এদের পোশাক আশাক ছিল অসভ্য ও অদ্ভুত ধরনের। তাদের চুল দাড়ি গোঁফ এমনকি চোখের ভ্রূ পর্যন্ত মুণ্ডিত থাকত। সে কারণে সন্ন্যাসীদের আরেক নাম ছিল মুণ্ডিয়। দিল্লি থেকে মাত্র ৭৫ মাইল দূরে নারনোল জেলায় ও মেওয়াতে এদের বড় ও শক্ত ঘাঁটি ছিল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাত। তাদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে অনেক রাজকর্মচারী প্রাণ হারিয়েছিল। নারনোলের ফৌজদারকেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারা অনেক শহর ও জনপদ ধ্বংস করে ফেলে, অনেক লোক হত্যা করে এবং তারা নিজেরা আলাদা শাসনব্যবস্থাও চালু করে ফেলে।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেব নিরুপায় হয়ে কয়েক হাজার সৈন্য প্রেরণ করে তাদের রক্তে ৮০ জন করে জন্ম নেয়ার ধোঁকার অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করে তাদের নির্মূল করেন। হিন্দু ঐতিহাসিকেরা সৎনামীদেরকে বীর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাদের অত্যাচারে ধ্বংস হওয়া মসজিদগুলি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে আবার পুনঃনির্মাণ করে দেয়া হয়। তাদের প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়। আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী ও রাজদ্রোহীদল সৎনামীদের দমন করতে হলে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হত। আর সেজন্য যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা কোনো নিরপেক্ষ নাগরিকের নিকট নিন্দনীয় হওয়া উচিত নয়। অথচ হিন্দু ঐতিহাসিকদের অনেকের রচনায় বলা হয়েছে, 'মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে সৎনামীরা বীরের মত যুদ্ধ করে হাজারে হাজারে নিহত হয়েছে।'

নওরোজ কুপ্রথার বিলোপ

মুঘল সম্রাটের দরবারে নওরোজ নামে একটি কুপ্রথা চালু ছিল। এ প্রথার মাধ্যমে দরবারে অহঙ্কার ও বিলাসিতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা হত। মুঘল কর্মচারীদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সকলেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। চীনের আফিম খাওয়ার যে ভয়াবহ প্রচলন ছিল যা দ্বারা সে দেশটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল, ভারতের অবস্থাও সে-রূপ হয়েছিল। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার পর

www.pathagar.com

নওরোজ প্রথা তুলে দিয়েছিলেন এবং মদ্যপানের প্রচলন কঠিন হাতে দমন করেছিলেন। তারপর থেকে নওরোজ পালনকারীদের অসুবিধার কারণে তারা সম্রাট আওরঙ্গজেবের এ উদ্যোগের সমালোচনা করতে আরম্ভ করে। অথচ অনৈসলামিক ভাবধারার ধারক সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মত সম্রাট শাহজাহানও নওরোজ প্রথার অনুসারী ছিলেন। তাদের অনুসরণ করতে থাকলে হয়তো সম্রাট আওরঙ্গজেবও তাদের কাছে আদৃত হতেন। বিলাসিতা প্রদর্শন প্রতিযোগিতা আর মদ্যপানের মত গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখার এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে এবং সেটি দেশের জন্য ছিল অবশ্যই মঙ্গলকর।

আলমগীর উপাধি

ফরাসি চিকিৎসক-ব্যবসায়ী-পর্যটক ফাঁসোয়া বার্নিয়ের তার ভ্রমণ কাহিনীতে বলেছেন যে, পিতা শাহজাহানের বিষয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব খুব সদয় ছিলেন এবং তাকে যথোপযুক্ত সম্মান করতেন। আওরঙ্গজেব আ'লা হযরত (মহামান্য সম্রাট) বলে নিজে সম্বোধন করতেন এবং তার পিতাকে সেভাবে সম্বোধন করার জন্য সকল কর্মচারীকে আদেশ দিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে আওরঙ্গজেব জয়ী না হয়ে দারাশেকোহ বা অন্য কোনো যুবরাজ জয়ী হলে সম্রাট শাহজাহানের অবস্থা যে এর চেয়ে ভালো হত তা নিশ্চিত করে বলে যায় না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহান প্রথম দিকে বিরূপ হলেও শেষে পরিস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৯ : মধ্যবয়সী সম্রাট আওরঙ্গজেব

আগ্রার দুর্গে ইবাদত বন্দেগি করে এবং মমতাজের স্মৃতিময় তাজমহলের দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বাকি জীবন সুন্দরভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তার পিতা শাহজাহানকে তার ইচ্ছানুযায়ী থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত বিলাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃদ্ধ শাহজাহান যখন যা চেয়েছেন তখনই তা পেয়েছেন। যখন তার ধর্মকর্ম করার ঝোঁক হত তখন তার কাছে পবিত্র কোরআন পাঠের জন্য মাওলানাদেরকে নিয়মিত যাওয়ার অনুমতি দেয়া হত। তাছাড়া নানারকম জীবজন্তু, ভালো ভালো ঘোড়া, বাজপাখি, হরিণ প্রভৃতি যখন যা তিনি চেয়েছেন তখনই

www.pathagar.com

তা তার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। শাহজাহান জানোয়ার ও পাখির লড়াই দেখতে পছন্দ করতেন। আওরঙ্গজেব পিতার মনোরঞ্জনের জন্য সবগুলোরই ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি প্রায়ই তার পিতাকে নানা রকম উপহার পাঠাতেন। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ভাষায় চিঠি লিখতেন। আওরঙ্গজেবের প্রতি বিরূপ মনোভাব আর ছিল না। রাজনৈতিক ব্যাপারে শাহজাহান চিঠিপত্র আওরঙ্গজেবের কাছে লিখতেন । আওরঙ্গজেবকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন। শাহজাহানই আওরঙ্গজেবকে উপাধি দিয়েছিলেন আলমগীর।

পিতার অপ্রত্যাশিত উক্তি

আওরঙ্গজেব পিতাকে সব সময় নানাভাবে খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। তবে তিনি তার পিতা শাহজাহানের উদ্ধত কোনো উক্তির সমর্থক ছিলেন না। অকারণে পিতার সামনে তিনি মাথা হেঁট করতেন না। শাহজাহানের অপ্রত্যাশিত উক্তি সম্বলিত এমন একটি চিঠি দেখা যায় যার উত্তরে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পিতাকে জবাব লিখে জানিয়ে ছিলেন। পিতা শাহজাহানকে লেখা আওরঙ্গজেবের পত্রটি ছিল এমন—

> আপনার ইচ্ছা যে আমি সনাতন প্রথা আঁকড়ে ধরে থাকি এবং আমার অধীন যে কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ধন সম্পত্তি নিজে গ্রাস করে বসি। যখন আমার কোনো অমাত্য বা কোনো ধনী ব্যবসায়ী মারা যান, এমনকি তাদের মৃত্যুর আগেই আমরা তার ধনসম্পত্তি সব গ্রাস

www.pathagar.com

করি, তাদের অধীন কর্মচারী ও ভৃত্যদের পদচ্যুত করে দূর করে দিই। সামান্য এক টুকরা সোনাদানাও আমরা ফেলে দিই না। এভাবে অপরের সঞ্চিত ধনরত্ন আত্মসাৎ করার হয়তো একটা অস্বাভাবিক আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু এর মতন নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ আর নেই। আমির নায়েক খাঁ অথবা সেই হিন্দু বেনিয়ার বিধবা পত্নী আপনার প্রতি যে অশোভন ব্যবহার করেছিলেন এবং এ অন্যায় প্রথার যে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন তা অবাঞ্ছনীয় বা অপ্রীতিকর হলেও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয় কি?

সুতরাং আপনার অভিযোগ ও আদেশ আমি মান্য করতে পারলাম না এবং আপনি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন, তাও আমি স্বীকার করতে অক্ষম। আজ আমি রাজ তখতে বসেছি বলে আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গেছি। প্রায় চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে জানেন, রাজমুকুট মাথায় ধারণ করার দায়িত্ব, অশান্তি আর ঝঞ্ঝাট কতখানি।...

আপনার ইচ্ছা, রাজ্যের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমি বিশেষ মনোযোগ না দিই। তার পরিবর্তে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের পরিকল্পনা বেশি করে রচনা করি! অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি, প্রত্যেক শক্তিশালী সম্রাটের উচিত যুদ্ধ বিগ্রহে জয়লাভ করে রাজ্যের সীমানা বাড়ানো। আমার যদি সে ইচ্ছা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে, আমি তৈমুরের বংশধর নই। সব স্বীকার করলেও আপনি আমাকে

www.pathagar.com

নিষ্ক্রিয় বলতে পারেন না। আমার সেনাবাহিনী কোনো যুদ্ধই করেনি এবং কোনো রাজ্যও জয় করেনি, এমন অভিযোগও করা যায় না। দাক্ষিণাত্যে ও বাংলাদেশে আমার সৈন্যরা এ দিক দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আপনাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শুধু রাজ্য জয় করা শ্রেষ্ঠ রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়। পৃথিবীর বহু দেশ ও বহু জাতি অসভ্য বর্বরদের পদানত হয়েছে এবং অনেক দিগ্বিজয়ী দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পথের ধুলায় গুঁড়িয়ে গেছে। সুতরাং সাম্রাজ্য জয় করাই সম্রাটের একমাত্র কর্তব্য নয়। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য, ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজ্য পরিচালনা করাই প্রত্যেক সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য।

কার্ল মার্ক্স প্রশংসিত নীতি

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাম্যবাদ, অর্থনীতি ও শাসননীতি এত সুন্দর ছিল যে, তা যে কোনো মানুষের মনকে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। মনীষী কার্ল মার্ক্স মুঘল ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্পর্কে ফরাসি চিকিৎসক-ব্যবসায়ী-পর্যটক ফাঁসোয়া বার্নিয়ের বিশ্লেষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়। কার্ল মার্ক্স এও বুঝেছিলেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের যত বৈশিষ্ট্য তা সবই ইসলাম ধর্ম তথা কোরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে চালু ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব কোরআন ও হাদীসের বাইরে কোনো কাজ করতেন না। কার্ল মার্ক্স

www.pathagar.com

এ সাথে আরও বুঝেছিলেন যে, মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে যারাই অন্যায় করেছেন তারা কোরআনের নীতি থেকে ততই দূরে ছিলেন বলেই করেছেন।

কার্ল মার্ক্সের কমিউনিজম নামের বৃক্ষটির মূল ও শিকড় কেটে দিয়েছে নাস্তিকতাবাদ। নাস্তিকতা নীতি পরিহার করে যদি কোনো নতুন নেতা সাম্যবাদ চালু করতে এগিয়ে আসেন তবে যে মুসলমান ওলামা-মুফতিগণ অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছেন তারা বেশির ভাগই সারা বিশ্বে ঐ নীতি প্রতিষ্ঠা করতে নিঃসন্দেহে এগিয়ে আসবেন।

মারাঠা জাতির আবির্ভাব

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে এক নতুন জাতির আবির্ভাব হয়। আর সে জাতির নাম হল মারাঠা জাতি। মারাঠা জাতি ছিল যাযাবর ও দস্যু প্রকৃতির। আর এ দস্যুবৃত্তির জন্য মারাঠারা চিরদিনের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত ছিল। রাতের অন্ধকারে তারা অতর্কিতে বিভিন্ন গ্রাম ও শহরবাসীদের উপর চড়াও হয়ে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে অর্থ, গহনা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি জনগণের সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিত। আমাদের বাংলাদেশে পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের মত মারাঠা বর্গি জাতিরও সমান কুখ্যাতি ছিল। তাদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী গ্রামীণ লোকগাথা ও ইতিহাসের পাতায় পাতায় মজুদ রয়েছে। মারাঠা বর্গিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দেশের মানুষ এত আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কান্না থামানোর জন্য এখনও

www.pathagar.com

বাংলার মায়েরা বর্গিদের ত্রাসকে মনে করিয়ে আওড়িয়ে থাকেন,

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।'

বর্গি মারাঠা জাতির নেতা শিবাজীর (১৬২৭-১৬৮০) পিতা শাহজী ভোঁসলে আহমদাবাদের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি জনৈকা সুন্দরী রমণীকে আবার বিয়ে করায় তার প্রথমা স্ত্রী জিজাবাঈ উপেক্ষিত হয়ে শিশুপুত্র শিবাজীকে নিয়ে দাদাজী কোন্দদেব নামক এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে চলে যান। ব্রাহ্মণ কোন্দদেব প্রকৃত শিক্ষিত ছিলেন না, তবে শিবাজীকে একটি শিক্ষা ভালোভাবেই দিয়েছিলেন আর তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ মুসলমান হিন্দুর শত্রু। নিরক্ষর শিবাজীর হৃদয়-ফলকে কোন্দদেবের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বিষবৃক্ষ রোপণের মত শক্ত ভিত রচিত হয়েছিল। মাওয়ালী নামের এক জাতির সাথে লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে শিবাজীর এক সন্ধি স্থাপিত হয়। মাওয়ালীদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করে বিজাপুর রাজ্যে বারবার হানা দিতে থাকে। শিবাজীর কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলেকে আটক করেন। পিতাকে উদ্ধারের শক্তি শিবাজীর ছিল না। তাই শিবাজী সম্রাট শাহজাহানের নিকট পিতার মুক্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন। সম্রাটের মধ্যস্থতায় শাহজী ভোঁসলে অবশেষে মুক্ত হন।

www.pathagar.com

তারপর বেশ কিছুদিন শিবাজী চুপচাপ থাকেন। শিবাজী ১৬৫৬ সালে অন্যায়ভাবে জাওয়ালী দখল করে নেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব সে সময়ে বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। শিবাজীকে দমনের উদ্দেশ্যে সম্রাট দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ করলেও সে সময়ে আওরঙ্গজেব মুঘল বাহিনীর সাথে যেতে পারেননি কারণ সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেয়ে ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেব দিল্লিতে চলে আসেন। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে শিবাজী আওরঙ্গজেবকে পরাজিত করেছিলেন অথচ সারা জীবনে শিবাজীর আওরঙ্গজেবের সাথে কোনো যুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ হয়নি। ১৬৮০ সালে শিবাজীর মৃত্যুর ২ বছর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যে আসেন।

শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা

বিজাপুরের সুলতানের সেনাপতি আফজাল খানকে শিবাজী বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিলেন। শিবাজী মাওয়ালীদের সহায়তায় বিজাপুরের অনেক দুর্গ করায়ত্ত করে ফেলেছিলেন। সংবাদ পেয়ে সুলতান দশ হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি আফজাল খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। শিবাজী দেখলেন যে প্রকাশ্য যুদ্ধে সুলতানের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাই শিবাজী এক মতলব আঁটলেন। সেনাপতি আফজাল খানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। দু'জনের সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

হয়। সাক্ষাৎকালে কোনো পক্ষেই বেশি লোকজন থাকার কথা নয়। সাক্ষাৎ করে কোলাকুলি করাকালে কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে গোপনে নিয়ে আসা বাঘনখ নামক ছোট ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে শিবাজী সুলতানের সেনাপতি আফজাল খানকে হত্যা করে ফেলেন। পরে আফজাল খানের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সুযোগে অনেক সৈন্যকে হত্যার শিকার হতে হয়। অথচ অনেক ঐতিহাসিক সেনাপতি আফজাল খানকে দায়ী করেন, যা সঠিক নয়। অনেকে বলেন যে আফজাল খান শিবাজীকে গলা টিপে ধরেছিলেন। যিনি দশ হাজার সৈন্যের অধিপতি তিনি তো যুদ্ধের মাধ্যমেই শিবাজীকে পরাস্ত করতে পারেন, সেখানে গলা টিপে ধরার কোনো যুক্তি টেকে কি? শিবাজীর কাতর কণ্ঠের আবেদন শুনে সাড়া দিয়ে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই তেমন লোকজন সাথে ছিল না এবং কোনো অস্ত্রও ছিল না। প্রকৃত ইতিহাস তাই বলে।

মিষ্টির ঝুড়ি ও শিবাজীর পলায়ন

খ্যাতির শিখরে আরোহণের প্রত্যাশায় শিবাজী মারাঠা ও মাওয়ালীদের মধ্য থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করেন। খবর পেয়ে ১৬৬৩ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে শায়েস্তা করার জন্য শায়েস্তা খানকে পাঠালেন। শায়েস্তা খান শিবাজীকে বিতারিত করে পুনা, চাকান দুর্গ ও কল্যাণ অধিকার করেন। যুদ্ধ শেষে শায়েস্তা খান একদিন রাতের বেলায় শয়নকক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ

www.pathagar.com

সময় হঠাৎ তলোয়ার হাতে শিবাজী আক্রমণ করেন তাকে। শায়েস্তা খান সবলে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তার হাতের দুটি আঙুল কেটে যায়। শায়েস্তা খানকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেও শিবাজী তার অল্পবয়স্ক এক পুত্রকে পাশের কক্ষে পেয়ে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করেন। পরের বছর শিবাজী সুরাট বন্দর লুট করেন। তীর্থযাত্রীদের জাহাজ লুট করেন। সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব বললেন, 'যে সম্মুখে আসে না, মানবতার ধার ধারে না, এ রকম একটি দস্যু বা পার্বত্য মূষিক না হয়ে শিবাজী যদি একজন রাজা বা বীরপুরুষ হত তাহলে কয়েকদিনের জন্য গিয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতাম।' শিবাজীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সম্রাট এবার জয়সিংহ ও দিলির খানকে পাঠালেন। মুঘল বাহিনী পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করল। শিবাজী এ দুর্গে সপরিবারে বাস করতেন। যুদ্ধ সংঘটিত হলে নিশ্চিত পরাজয় জেনে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে মনে করে তিনি সন্ধির জন্য প্রস্তাব করেন। ১৬৬৫ সালের জুন মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি অনুসারে শিবাজী ২৩টি দুর্গ মুঘল বাহিনীর কাছে ছেড়ে দেন এবং ১৬ লক্ষ টাকা বাৎসরিক রাজস্বের সম্পত্তিও দিতে বাধ্য হন। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে তিনি ১২টি দুর্গ ও ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নিজের অধীনে রাখার অনুমতি লাভ করেন। শিবাজীকে প্রাণে না মেরে বন্দি করে সম্রাটের নিকট আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। আগ্রায় গিয়ে তিনি

www.pathagar.com

সম্রাটের সাথে শালীন ব্যবহার করেননি। শিবাজী শুধু আক্রমণ করতেই জানতেন, শালীন ব্যবহার করতে পারতেন না। তবুও সম্রাট তাকে ক্ষমা করলেন এবং নজরবন্দি করে রাখার জন্য আদেশ দিলেন। শিবাজীর দেখাশুনার জন্য তার এক মারাঠী আত্মীয়ের নিকট তাকে হস্তান্তর করলেন। নজরবন্দি থাকার সময়ে শিবাজী আবেদন করেন যে তিনি ধর্ম পালন করতে চান এবং ব্রাহ্মণদের জন্য বিপুল পরিমাণ মিষ্টি পাঠাতে চান। ধর্ম পালন ও মিষ্টি প্রেরণের আবদার সম্রাট মঞ্জুর করেন। বিশাল বিশাল ঝুড়িতে মিষ্টি পাঠানোর অজুহাতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের লোকজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে শিবাজী নিজে মিষ্টির ঝুড়িতে বসে আগ্রা থেকে পলায়ন করে দাক্ষিণাত্যে তার স্বদেশে পৌঁছে যান।

দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকেন শিবাজী। ১৬৭০ সালের দিকে মারাঠাদের সংগঠিত করে পুনরায় তিনি মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আবার সুরাট লুণ্ঠন করে জনসাধারণের নিকট থেকে চৌথ আদায় করতে থাকেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। ১৬৭৮ সালে রাজা হিসাবে তার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি নিজে ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করেন। সে সময়ে আওরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের দমনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এবার নজর দেন শিবাজীর দিকে। কিন্তু ১৬৮০ সালে শিবাজী মৃত্যুবরণ করেন। সে সংবাদ শুনে সম্রাট আওরঙ্গজেব ফারসি কবিতার কিছু অংশ পাঠ করছিলেন যার অর্থ ছিল, 'আমার দয়া, ক্ষমা, উদারতা,

www.pathagar.com

সহনশীলতা এবং দাক্ষিণাত্যে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ক্ষণিকের ইঁদুর শিবাজী মারা গেল রাজা হয়ে।'

শম্ভুজীর অভদ্র আচরণ

শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী ছিল ভয়ানক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। সে মুসলমানদেরকে তো নির্যাতন করতই, হিন্দুদের প্রতিও সে সমানভাবে নির্যাতন করত। নির্যাতনকারী শম্ভুজীর প্রতি হিন্দু মুসলমান ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সকলেই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব শম্ভুজীকে দমন করার জন্য তার সেনাপতি মোকাররব খানকে পাঠালেন। শম্ভুজী সে সময়ে কোলাপুর এলাকার সঙ্গমিজে অবস্থান করছিলেন। সেনাপতি মোকাররব খান গিয়ে শম্ভুজীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। প্রজা নির্যাতনকারী শম্ভুজীর গ্রেফতারে হিন্দু মুসলমান সবাই আনন্দিত হয়। শম্ভুজীকে আওরঙ্গজেবের শিবিরে আনা হলে তিনি সম্রাটের সাথে চরম অভদ্র আচরণ করেন। তিনি সম্রাটের মুখের উপর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন। সে সময়ে সম্রাট শম্ভুজীর জিহ্বা কর্তন করার নির্দেশ দেন। তারপর তার চক্ষু উৎপাটন করে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তবে সম্রাট আওরঙ্গজেব এমনিতেই ধৈর্যশীল ছিলেন। কিন্তু শম্ভুজীর রূঢ় ও অসভ্য আচরণ কত সাংঘাতিক ছিল যে শান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব ভয়ানকভাবে চটে যান এবং এ নিষ্ঠুর আদেশ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে সম্রাট আওরঙ্গজেব আর কখনও কাউকে এমন চরম নিষ্ঠুর

www.pathagar.com

শাস্তির আদেশ দেননি। অথচ শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর চরম অভদ্র আচরণের কারণে এমন নিষ্ঠুর নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বদান্যতা

সম্রাট আওরঙ্গজেব তার সেনাপতিদের প্রেরণ করে দাক্ষিণাত্যে বারবার শিবাজীকে পরাস্ত করেছেন। তাদের কাছে শিবাজী বহুবার বন্দি হয়েছেন। সম্রাট আবার তাকে ক্ষমাও করেছেন। ১৬৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব তার প্রধানমন্ত্রী আসাদ খানের পুত্র ইতিকাদ খানকে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করে দুর্গম রায়গড় দুর্গ দখলের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে রায়গড়ে পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করে অনেকদিন যুদ্ধের পর ১৬৮৯ সালের ৯ই অক্টোবর তিনি দুর্গ দখল করেন। শিবাজীর স্ত্রীগণ, শম্ভুজীর ৯ বছর বয়সের পুত্র শাহুসহ অনেক নারী ও শিশু আটক হলে তাদেরকে ২৩শে নভেম্বর সম্রাটের শিবিরে নিয়ে আসা হয়। ভিন্ন ভিন্ন তাঁবুতে নারীদের রেখে সব রকম সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শাহুজীকে রাজা উপাধি ও সাত হাজারী মনসব প্রদান করে সম্রাটের নিকটস্থ শিবিরে আটক রাখা হয়। তার ভ্রাতা উদয় সিংহ ও মদন সিংহের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর ভাতা দিয়ে তাদেরকে তাদের জননী ও পিতামহীর সাথে বাস করার ও উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হয়। শাহু যৌবনে পদার্পণ করলে তাকে সুন্দরী দু'জন মারাঠি যুবতীর সাথে বিয়ে দেয়া হয়। শাহুর বিয়েতে প্রচুর উপহারের সাথে শিবাজীর ফেলে

www.pathagar.com

যাওয়া তরবারিও উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন তিনি। ১৬৮৯ সালের শেষের দিকেই আওরঙ্গজেব উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহুজীর প্রতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের এ বদান্যতা ইতিহাসে এক অনন্য নজির হিসাবে উল্লেখিত হয়ে রয়েছে।

শাহুজীকে সহযোগিতা

হিন্দুদের মাঝে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তারা বন্দি অবস্থায় খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন না। সে প্রথা অনুসারে শাহুজী ফলমূল ও মিষ্টান্ন খেয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে শাহুজীর এ সংবাদ এক সময়ে এসে পৌঁছে। তখন সম্রাট শাহুকে বললেন যে, সে নিজের বাড়ির মত চলাফেরা ও খাওয়াদাওয়া করবে। কোনো সংকোচ করবে না। তখন শাহুজী স্বাভাবিকভাবে খাদ্যাদি গ্রহণ করতে শুরু করেন। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শাহজাদা মোয়ায্যম শাহ সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বন্দি শাহুজীকে মুক্তি দিয়ে রাজপুতদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুক্ত হয়ে শাহুজী মরহুম সম্রাট আওরঙ্গজেবের কবর জিয়ারত করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ আবার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

জিজিয়া কর

জিজিয়া কর একটি সামরিক কর। সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে জিজিয়া কর তুলে দেয়া হয়েছিল। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার দীর্ঘদিন পর জিজিয়া কর আবার আরোপ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব জিজিয়া প্রথা চালু করার পর অনেকে বলে থাকেন যে তিনি হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে তা করেছিলেন। আসলে জিজিয়া কর তুলে দিয়ে আকবর ও জাহাঙ্গীর গুরুতর ইসলামবিরোধী কাজ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব যদি তা চালু না করতেন তাহলে সেটাই হত ইসলামবিরোধী কাজ ও অন্যায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে জিজিয়া কর প্রথা চালু করেছিলেন। জিজিয়া কর দিতে হত হিন্দুদেরকে, মুসলমানদেরকে নয়। তার কারণ হচ্ছে জিজিয়া একটি সামরিক কর। এটি মাথা গুণতি কর নয়। মহিলা, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীকে এ কর দিতে হত না। অমুসলমানদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন বা সক্ষম অথচ যুদ্ধ করতে যেতে অনিচ্ছুক শুধু তাদেরকে এই কর দিতে হত। কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাহায্য ও শুশ্রূষা করার জন্য মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে যাওয়া হত। ইসলাম ধর্মে এমন কোনো বিধান নেই যে, অমুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার জন্য জোর করে নিয়ে যাওয়া যায়। মুসলমানদের জন্য তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বাধ্যতামূলক কর আছে, যার নাম

www.pathagar.com

হচ্ছে যাকাত। এছাড়া 'ওশর' অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ, ফেৎরা, খুমুস, সদকা ও ফিদিয়া ইত্যাদি আরও ছোটবড় অনেক কর শুধু মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল, হিন্দুদের জন্য এ সকল কর নিষিদ্ধ ছিল। মোট কথা হিন্দুদের নিকট থেকে জিজিয়া হিসাবে যে কর নেয়া হত তা তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বের ভিত্তিতেই নেয়া হত। তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এই করের বিনিময়ে রাষ্ট্র গ্রহণ করতো। ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আওরঙ্গজেব ৮০টি করের বিলোপ সাধন করেছিলেন। তখন এতে সাম্রাজ্যের বার্ষিক পাঁচ কোটি টাকার উপর ক্ষতি হয়েছিল। এত কর তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব কিন্তু কোনোই প্রশংসিত হননি, শুধু জিজিয়া কর নামে একটি মাত্র যুক্তিসঙ্গত কর আরোপ করার কারণে তিনি দারুণভাবে কারও কারও দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন। শুধু যারা যুদ্ধে যেতে সক্ষম অথচ অনিচ্ছুক কেবল তাদের উপরই এ কর আরোপ করা হয়েছিল। ফলে জিজিয়াকে হিন্দু বিদ্বেষী কর আখ্যায়িত করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

জিজিয়া কর যে ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক আরোপ করা হয়েছিল তা নয়, এ কর বহির্ভারতেও অমুসলমানদের উপর ধার্য করা হত। কনৌজের গহরাওয়ার বংশেও জিজিয়া করের প্রচলন ছিল আর সে দেশের ভাষায় তার নাম ছিল 'তুরশকী জনডা'। তাছাড়া ভারতে ইসলাম আসার আগে রাজপুতদের মধ্যে 'ফীকস' কর আদায় করা হত। ফ্রান্সে

www.pathagar.com

যে কর আদায় করা হত তার নাম ছিল Host tax। জার্মানিতে যে জিজিয়া কর ছিল তার নাম ছিল Commonpiny। ইংল্যান্ডে এক প্রকার জিজিয়ার মত কর ছিল যার নাম ছিল Scontage। অনেকে বলে থাকেন যে, আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করে হিন্দু জাতির উপর অত্যাচার করেছেন। ভারতে মুসলমানের তুলনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বনকারীর সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি কি আওরঙ্গজেবের জিজিয়া করের নেতিবাচক প্রভাব বা অমুসলিমের প্রতি অত্যাচারের ফসল? ইসলামের খলিফারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছিলেন যে, ইসলামকে তরবারির জোরে প্রচার করা সম্ভব নয়। ফলে দেখা গেছে যেখানেই মুসলমানেরা বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেছেন সেখানেই নগরবাসীদের সাথে খুব নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করেছেন এবং তাদের সুখ শান্তির দিকে নজর দিয়েছেন। সামান্য কিছু জিজিয়া করের বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। দেখা গেছে সে দেশে অমুসলিমগণ পূর্বের রাজাকে যে কর দিত তার তুলনায় জিজিয়া কর ছিল অতি নগণ্য। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস পড়াশুনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের হিন্দু জনসাধারণের অনেকে জিজিয়া করকে বিরাট ভুল বুঝেছেন। আসলে এটা প্রকৃত তথ্যের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

১৬৬৫ সালের নভেম্বর মাসে গুজরাটের জন্য, পরে সারাভারতের জন্য অগ্রহণযোগ্য কর হিসাবে চিহ্নিত করে বাতিল করা হয়েছিল এবং ১৬৮২ সালে আরো

www.pathagar.com

কিছু কর বাতিল করা হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক জারি করা ফরমানে বাতিলকৃত করের মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হল :

১. মৎস্যজীবী কর্তৃক শিকার করে বাজারে বিক্রির জন্য আনা মাছের ওপর কর
২. বাজারে আনা কৃষকের বসতবাড়িতে উৎপাদিত সবজির ওপর কর
৩. জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত কৃষকের গোবরের ওপর কর
৪. কৃষকের উৎপাদিত দুধ ও দই বিক্রির ওপর কর
৫. জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে বিক্রির জন্য আনা পাতা ও গাছের আঠার ওপর কর
৬. জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে বিক্রির জন্য বাজারে আনা ঘাস ও জ্বালানি কাঠের ওপর কর
৭. তৈল বিক্রির জন্য কর
৮. তৈরি মৃৎপাত্র বিক্রির জন্য কর
৯. জমি বিক্রির জন্য কর
১০. তামাকের ওপর কর
১১. বাড়ি ভেঙে ইট প্রভৃতি বিক্রির ওপর কর
১২. দাসদাসী বিক্রির ওপর কর
১৩. মোটা থেকে চিকন সকল কাপড় বিক্রির জন্য কর
১৪. বাজারে মাটিতে বসে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রেতার নিকট থেকে আদায়কৃত কর
১৫. লোহার কড়াইয়ে গুড় তৈরির ওপর কর
১৬. শুকনো মৌসুমে হেঁটে নদী পার হয়ে যাওয়ার জন্য খেয়া ঘাটের কর

www.pathagar.com

১৭. খেয়া পারাপারের কর
১৮ অস্ত্র গণনার জন্য কর
১৯. নিষ্কর ভূমি ভোগের জন্য বকশিশ
২০. ওজনের বাটখারা ব্যবহারের জন্য কর
২১. গোচারণভূমির জন্য কর
২২. গরুর গাড়ি ভাড়ার জন্য কর
২৩. আবগারি কেন্দ্র থেকে ওজনের বাটখারা ব্যবহারের জন্য কর
২৪. নবাগত অফিসারের জন্য শস্যবিক্রেতাদের নিকট থেকে আদায়কৃত পেশকশ
২৫. কৃষকের কাজে ব্যবহৃত কাগজ ক্রয়ের জন্য কর
২৬. নিজের বাড়ির গাছ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্তনের অনুমতি কর
২৭. বিক্রির জন্য বাজারে আনা পশুর ওপর কর
২৮. বিক্রিত পশুর ওপর কর
২৯. বিক্রির জন্য বাজারে আনা আখ, আম ও কলা ইত্যাদির ওপর কর
৩০. গোখাদ্য হিসাবে ঘাসের আঁটি ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত শুকনো ঘাসের আঁটির ওপর কর
৩১. সাধারণভাবে চালু না থাকলেও কোনো কোনো অঞ্চলের জমিদার কর্তৃক আরোপিত সন্তান জন্মের ওপর কর
৩২. নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও হিন্দু বিধবার বিয়ের ওপর কর
৩৩. জবাই করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু (গো-মহিষাদি) ও সেগুলো জবাইর জন্য লাইসেন্স কর
৩৪. পদব্রজে চলা লোকের লাঠির ওপর কর

www.pathagar.com

৩৫. আখ মাড়াই করে উপার্জনকারী পেশাদার ব্যক্তির ওপর ব্যবসা কর
৩৬. কারুশিল্প শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা সমাপ্তির পর স্থানীয়ভাবে দেয় কর
৩৭. উট ভাড়া করার সময় এলাকার হেডম্যান বা মোকাদ্দমদের জন্য দর্শনী
৩৮. সবজি বাজারে হেডম্যানের কমিশন
৩৯. বিয়েবাড়ি থেকে ভাঁড়দের আদায় করা অর্থের ওপর কর
৪০. বারুদ দিয়ে চালানো বন্দুকের জন্য কর
৪১. শ্রমিকদেরকে বেগার খাটানো ব্যক্তির নিকট থেকে আদায়কৃত কর
৪২. শবে বরাত, দিওয়ালী ও আশুরার রাতে আলো জ্বালানোর জন্য কর
৪৩. গঙ্গাস্নানের জন্য হিন্দু পুণ্যার্থীর নিকট থেকে আদায়কৃত কর
৪৪. গ্রামে বড় আয়োজনে ভূরিভোজের জন্য দেয় কর
৪৫. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বড় আয়োজনে আপ্যায়নের জন্য কর
৪৬. মুঘল তহশিলদারের বেতন বাবদ দেয় কর
৪৭. গঙ্গার পানিতে নিক্ষেপের জন্য নেয়া মৃত হিন্দুর হাড়ের ওপর কর
৪৮. নৃত্যশিল্পী ও গায়ক-গায়িকাদের আয়ের ওপর কর
৪৯. বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির ওপর কর
৫০. বাড়ি বিক্রির ওপর কর
৫১. উদ্ধারকৃত চুরি হওয়া দ্রব্যসামগ্রীর ওপর কর
৫২. সুগন্ধি তৈরি ফ্যাক্টরির জন্য ফুল বিক্রির ওপর কর।

www.pathagar.com

হাতি চালিয়ে দেয়ার অপবাদ

হযরত মোহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত জিজিয়া কর অনৈসলামিক ভাবধারার অনুসারী সম্রাট আকবর ১৫৬৪ সালে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর সে প্রথা অব্যাহত রাখেন। সম্রাট শাহজাহানের সময়ও আকবরের অনৈসলামিক রীতি চালু ছিল। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার দু'দশক পরে ১৬৭৯ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। দীর্ঘ ১১৫ বছর ধরে জিজিয়া কর না দেয়ায় অভ্যস্ত দেশের হিন্দু প্রজারা এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সম্রাট নিষ্প্রয়োজনীয় ও কম গুরুত্বপূর্ণ ৮০টি কর বাতিল করে ন্যায়সঙ্গত জিজিয়া কর প্রবর্তন করেছিলেন। দিল্লি ও তার আশপাশের অনেক হিন্দু নতুন প্রবর্তিত কর প্রত্যাহারের জন্য সম্রাটের নিকট ফরিয়াদ জানান। ইসলামের রীতিকানুনের কঠোর অনুসরণকারী সম্রাট আওরঙ্গজেব সে ফরিয়াদের প্রতি কর্ণপাত করেননি, করতেও পারেন না। নানা জনের প্ররোচনায় অনেক হিন্দু প্রজা এসে জমায়েত হতে থাকে। জমায়েত হতে হতে এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় যে সম্রাট বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত বের হওয়ার কোনো রাস্তা খালি দেখলেন না।

জমায়েত হওয়া প্রজাদেরকে অনেক অমাত্য বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু কারও কারও প্ররোচনায় তারা ছিলেন অনড়। নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তারপরও সম্রাট আওরঙ্গজেব তাদের সরে যাওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করেন। নামাজের সময় পার হয়ে এক

www.pathagar.com

ঘণ্টারও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তখন সম্রাট প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কোতোয়াল হাতি নিয়ে এসে প্রজাদের রাস্তা থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেন। তারপর সম্রাট মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য গমন করেন। অথচ কিছু ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে নিয়ে রচিত তাদের ইতিহাসে নির্মম, অমানবিক ও চরম অত্যাচার রূপে চিত্রিত করেছেন। যে কোনো দেশের আধুনিক সরকার অনুরূপ পরিস্থিতিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত প্রশাসনিক পদক্ষেপই নিতেন।

ফতোয়ায়ে আলমগীরি

সম্রাট আওরঙ্গজেব জীবিত অবস্থায় বহু সংখ্যক আলেমকে একত্রিত করে পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুসরণে আয়েম্মায় মুজতাহিদীনের মধ্যে সর্বপ্রধান ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতানুযায়ী ইসলামী বিধানসমূহ সংকলন করে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সংকলিত হাদীসসমূহের মাধ্যমে যে বিখ্যাত কিতাব রচিত হয়েছিল তারই নাম দেয়া হয়েছিল ফতোয়ায়ে আলমগীরি। আগে হাদীসের প্রচুর পুস্তক মজুদ ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব বহু সংখ্যক আলেম ফাজেলদেরকে একত্রিত করেন। তাদেরকে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য দায়িত্ব দিয়ে একটি বিভাগ খুলে দেন। এ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন মোল্লা নেজাম। সম্রাট শাহী কুতুবখানা এ কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। কয়েক বছরের অবিরাম প্রচেষ্টার পর ফতোয়ায়ে আলমগীরি রচিত হয়। আরব ও রোমে এই পুস্তককে বলা হয় 'ফতোয়ায়ে

www.pathagar.com

হিন্দিয়া'। এ কাজে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক আলেম-ওলামার তেমন বেতন ছিল না। তথাপি এ বিশাল কাজের জন্য সম্রাটকে দু'লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

নও-মুসলিমকে হাতির পিঠে

আওরঙ্গজেবের উপর দোষারোপ করা হত এই বলে যে, তিনি নবদীক্ষিত মুসলিমদেরকে হাতির পিঠে উঠিয়ে বাদ্যবাজনা সহকারে আনন্দমিছিল করে সারা শহর ঘোরাতেন। সকলেরই জানা যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভোগবিলাসের জন্য ইসলাম ধর্মে গানবাজনা একেবারে হারাম করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত বিধিবিধান সম্পূর্ণ মেনে চলতেন। তিনি গানবাজনা পছন্দ করতেন না এবং নিজে এ সকল হারাম কাজ সাম্রাজ্যে ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করেছিলেন। অথচ তার বিরুদ্ধে কিছু ঐতিহাসিক দ্বারা অপবাদ বা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছিল যে আওরঙ্গজেব নিজে নাকি বাদ্য বাজাতে উৎসাহ দিতেন।

জেবুন্নেসাকে চরিত্রহীনা প্রমাণের অপপ্রয়াস

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যার জন্মের পর নিজে পছন্দ করে নাম রেখেছিলেন জেবুন্নেসা। জেবুন্নেসা অর্থ ললনাশ্রী। তিনি বিদুষী ছিলেন। কোরআনের হাফেজা জেবুন্নেসা চিরকুমারী ছিলেন। হাফেজা হওয়ার পর তিনি আরবি ফারসি উর্দু ভাষাসহ আরও কিছু ভাষায় উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। লেখক লক্ষ্মী

www.pathagar.com

নারায়ণের ভাষায়, 'জেবুন্নেসা তৈমুর বংশীয় উজ্জ্বলতর আলোকবর্তিকা, এ যুগের নারীকুলমণি। তার অধ্যবসায়, আরাধনা, কাব্য সাধনা ও ধর্মপ্রবণতা তাকে সুনামের অধিকারিণী করেছে। তার সুখ্যাতি অনেকের কাছে পবিত্র কাবা ঘরের মত। হযরত মুহাম্মদের (সা.) পত্নী খাদিজার মত তিনি ছিলেন পাপ ও কলঙ্কশূন্য কুমারী।' ঐতিহাসিকদের মতে, 'যেহেতু জেবুন্নেসা দিবানিশি কাব্যানুশীলন ও পুস্তক অধ্যয়নের গবেষণায় রত থাকতেন এবং বিবাহ হলে যেহেতু স্বামীসেবা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে, ফলে অধ্যয়ন, গবেষণা ও কাব্য রচনার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে বলে চিরজীবন কুমারী থেকে বিবাহের বর্তমান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াতে নিজের স্বাধীন সত্তাকে সায় দেওয়াতে পারেননি।'

একবার পারস্যের বাদশাহ স্বপ্নের মধ্যে একটি কবিতার ছত্র মুখস্থ করেন-'দুর্‌রে আবলাক কাসে কমদিদা মওজুদ', যার অর্থ হচ্ছে 'সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের মোতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরল'। তিনি দেশের কবি সাহিত্যিকদের আহ্বান করেন এর সাথে মিলিয়ে অনুরূপ আরেকটি ছত্র লেখার জন্য। কিন্তু কেউ সমর্থ হননি। তখন সে ছত্রটি পাঠানো হয় দিল্লির সম্রাটের দরবারে। ছত্রটি পেয়ে যখন দরবারের সকলেই ইতস্তত করছেন তখন সেটি অন্তঃপুরে জেবুন্নেসার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি একটু চোখ বুলিয়েই ঐ বাক্যের নিচে আর একটি বাক্য লেখেন-'মাগার আশকে বুতানে সুরমা আলুদ' যার অর্থ হচ্ছে, 'কিন্তু সুরমা পরা চোখের অশ্রুবিন্দুতে ঐ মোতির প্রাচুর্য'। পারস্য বাদশাহের

www.pathagar.com

সামান্য একটি বাক্যে অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বিজড়িত উচ্চশ্রেণির ছন্দ সৃষ্টিতে ভারতের জ্ঞানীগুণীরা তো মুগ্ধ হয়েছিলেনই, পারস্যে বাক্যটি পৌঁছলে তারাও শ্রদ্ধার সাথে বাক্যের রচয়িতাকে স্মরণ করেন।

পারস্যের পণ্ডিতবৃন্দ সুলতানকে অনুরোধ করেন ঐ বিখ্যাত নারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। জেবুন্নেসাকে সে দেশের বিখ্যাত কবির লিখিত কবিতায় আমন্ত্রণের কথা জানান, 'তুরা এ্যায় মহ্‌জেবী বে পরদা দিদান আরজু দারাম...' অর্থাৎ 'হে চন্দ্রাপেক্ষা সুন্দরী, আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হোক, পর্দার বাইরে আপনার দর্শনের আশা নিয়ে যেতে চাই।' পারস্যের সুলতানের আমন্ত্রণের জবাবে জেবুন্নেসা লিখে পাঠালেন, 'বুয়ে গুলদার বারগে গুল পুশিদাহ আম দর সৌখন বিনাদ মোরা...'-অর্থাৎ, 'পুষ্পের সুঘ্রাণের মত পুষ্পেই আমি লুকিয়ে আছি। আমায় যে কেউ দেখতে চায়, সে দেখুক আমারই লেখায়।'

এ রকম পর্দার পক্ষপাতিনী নারী হয়েও জেবুন্নেসাকে কিছু লেখকের ঘৃণ্য মিথ্যা অভিযোগের শিকার হতে হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্বেষবশত কিছু লেখক যেমন সাম্প্রদায়িক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার *রাজসিংহ* উপন্যাসে বদমতলবে সম্রাটের কন্যা জেবুন্নেসাকে মোবারক খানের অবৈধ প্রেমিকা হিসাবে চিত্রিত করেছেন। মিথ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত উপন্যাস আবার ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। জিন্দাপীর সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের চরিত্র বিকৃত করে যেমন পরোক্ষভাবে কোরআন ও

www.pathagar.com

হাদীসকে অকেজো, নেশার সামগ্রী প্রতিপন্ন করে মুসলমান সমাজকে ধর্মবিমুখ করা যাচ্ছে, ঠিক সে রকম যদি জেবুন্নেসাকে ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা প্রমাণ করা যায় তাহলে মুসলিম নারী সমাজকে কোরআন ও হাদীসের বিপরীত দিকে চালানো সম্ভব হয়। আর এ চাতুর্যপূর্ণ মতলব নিয়েই চাতুর্যের সাথে ইতিহাসে বিষ প্রয়োগ করার এ অপপ্রয়াস।

আলোকচিত্র ১০ : দরবারে স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন সম্রাট আওরঙ্গজেব

হিন্দু জাতির নিকট সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি মহিলা যেমন শ্রদ্ধেয়া, তেমনি মুসলমানদের নিকট তাপসী রাবেয়া, মহীয়সী জেবুন্নেসা প্রভৃতি মহিলা ঐ রকমই শ্রদ্ধার

www.pathagar.com

পাত্রী। যে জেবুন্নেসা কলঙ্কমুক্ত চন্দ্রের মত প্রভাময়ী, তাকে রাজসিংহ উপন্যাসে কুলটার মত ভ্রষ্টার চরিত্রে নামিয়ে এনে মোবারক খানের প্রণয়ী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ফাটল ধরাতে তার মুসলিম মানসে বেদনাদায়ক *আনন্দমঠের* মত *রাজসিংহ* উপন্যাসের ভূমিকাও কম ছিল না।

সম্রাটপুত্র সুলতান কারাগারে

দিল্লির সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে সুজার কন্যার সাথে আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সুলতানের বাগদান হয়েছিল। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মীর জুমলার সাথে মোহাম্মদ সুলতান সসৈন্যে সুজার বিরুদ্ধে অভিযানে অবতীর্ণ হন। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় সুজার কন্যা তার ভালোবাসার পাত্র চাচাত ভাই মোহাম্মদ সুলতানের নিকট একটি চিঠি লেখেন। এ চিঠি পেয়ে মোহাম্মদ সুলতান অর্পিত দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে রাজকীয় বাহিনী ছেড়ে সুজার শিবিরে চলে যান এবং সুজার কন্যাকে বিয়ে করেন। সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব তার ছেলের নামে একটি চিঠি লিখে গুপ্তচর মারফত প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যেন সুজার লোকের হাতে চিঠি সমেত ধরা পড়েন। চিঠিটি ছিল এমন—

> আমাদের প্রিয়পুত্র মোহাম্মদ, যার সুখ ও নিরাপত্তা আমাদের জীবনের সাথে জড়িত। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় যে, আমরা আমাদের পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি যখন সুজার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য তার বীরত্ব খুবই প্রয়োজন। আমাদের প্রথম পুত্রের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা আছে সে ভালোবাসা থেকে আমরা আশা করেছিলাম যে, আমাদের পুত্রের আশু প্রত্যাবর্তনে আমরা সন্তুষ্ট হব। আমরা আরও আশা করেছিলাম যে, আমাদের পুত্র এক মাসের মধ্যে শত্রুদের বন্দি করে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে এবং আমাদের মন থেকে সব রকমের উদ্বেগ ও ভীতি দূর করবে। কিন্তু সাত মাস অতীত হয়ে গেলেও আওরঙ্গজেবের সে ইচ্ছা এখনও পূরণ হয়নি। তোমার কর্তব্য পালনের পরিবর্তে ওহে মোহাম্মদ, তুমি তোমার পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। একজন রমণীর হাসির কাছে জনক-জননীর প্রতি তোমার শ্রদ্ধার পরাজয় হয়েছে। তার সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতায় সম্মানের কথা তুমি বিস্মৃত হয়েছ। যার ভাগ্যে আছে মোগল সাম্রাজ্য শাসনের কথা, সে এখন ভৃত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ যদি তার বোকামির জন্য অনুতপ্ত হয়, আমরা তার অপরাধ ক্ষমা করে দেব। আল্লাহর নামে সে আন্তরিক হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল; পিতামাতার ভালোবাসায় আমরা আপ্লুত, সে ইতোমধ্যে আমাদের ক্ষমা লাভ করেছে। কিন্তু সে যা প্রস্তাব করেছে তার বাস্তবায়নই হল আমাদের অনুগ্রহ লাভের উপায়।

এ চিঠি সুজার হস্তগত হলে মোহাম্মদ সুলতান ও সুজার মধ্যে অবিশ্বাস জন্ম লাভ করে। মেয়েকে অনেক সোনাদানা দিয়ে মোহাম্মদ সুলতানসহ রাজকীয়

www.pathagar.com

বাহিনীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। লজ্জিত হয়ে মোহাম্মদ সুলতান রাজকীয় বাহিনীতে ফেরত আসেন। এ ঘটনা ১৬৬০ সালের দিকে ঘটে। আওরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুসারে তাকে দিল্লি পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন মোহাম্মদ সুলতানকে সেলিমগড় দুর্গে আটক রাখা হয়। তারপর তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করা হয়। তিনি ১৬৭২ সাল পর্যন্ত গোয়ালিয়র দুর্গে ছিলেন। তারপর তাকে আবার সেলিমগড় দুর্গে আনা হয়। ব্যক্তিগত খরচের জন্য তাকে এক হাজার রুপি প্রদান করা হত। পরবর্তী বছরে তাকে হাতির পিঠে চড়িয়ে দিল্লির অভ্যন্তরে বিভিন্ন মাজার ও দরগায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। ১৬৭৪ সালে হোসেন আবদালের বিরুদ্ধে সম্রাট অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সে অভিযানে পুত্র মোহাম্মদ সুলতানকে সাথে নিয়ে যান। পরে তাকে কুড়ি হাজার সৈন্যের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দেয়া হয়। ১৬৭৬ সালে তাকে আবার কিশতাবুর রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। পরের বছর আওরঙ্গজেব তাকে সাত লাখ টাকার সমপরিমাণ মণিমুক্তা উপহার দেন। ওই বছর মোহাম্মদ সুলতানের একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং নবজাতকের নাম রাখা হয় মাসুদ বখত। ১৬৭৮ সালে যুবরাজ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লির কাছে বিখ্যাত দরবেশ কুতুব উদ্দিনের মাজারের পাশে তাকে দাফন করা হয়। উপরোক্ত তথ্য মোয়াসির আলমগীরি (হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সুজার আরাকানে পলায়ন

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের দু'বছর পরে ১৬৬০ সালে বিদ্রোহী মেজভাই বাংলার সুবেদার সুজাকে গ্রেফতারের জন্য সেনাপতি মীর জুমলাকে ঢাকার দিকে প্রেরণ করেন। সে সময়ে শাহজাদা সুজার সব সম্পদ ফুরিয়ে এসেছিল। তার বাহিনীর অশ্বারোহীর সংখ্যাও পনের শতে নেমে এসেছিল। সুজা ভাবলেন এ সময়ে মীর জুমলাকে বাধা দেয়া নিরর্থক। সে জন্য তিনি রক্ত ঝরানো থেকে বিরত থাকার এবং এলাকা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জাহাজে চড়ে আরবে গিয়ে মক্কা ও মদিনা শরীফে ধর্মীয় কাজে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরা দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। অশান্ত সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজের অভাবে আরবে পৌঁছার পরিকল্পনা সফল না হলে তিনি বিকল্প হিসাবে আরাকানে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে একজন দূতকে আগেই আরাকানে প্রেরণ করেছিলেন। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে তারা চট্টগ্রাম উপস্থিত হন। তিনি চট্টগ্রামে পৌঁছে কোনো জাহাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। তখন সাগর ছিল উত্তাল। বছরের এ সময়ে কোনো জাহাজ বন্দর ছেড়ে আরবে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে না। তিনি অবগত হন যে মীর জুমলার বাহিনী তাকে ধরার জন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। নিজের প্রতিকূল ভাগ্যের সাথে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি তার সাথের সৈন্যদের বিদায় করে দেন। তাদের অনেকে তাকে ত্যাগ করে যেতে রাজি হননি। চট্টগ্রাম ছেড়ে কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করার পর তার সঙ্গী হয় বন্ধুসহ ৪০ জনের ক্ষুদ্র একটি দল আর পরিবারের

www.pathagar.com

সদস্যবৃন্দ। সমুদ্রতীর ধরে তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রাম অর্থাৎ আজকের কক্সবাজার হয়ে আরাকানের দিকে অগ্রসর হন। অবশেষে তিনি নাফ নদী অতিক্রম করে আরাকানে পৌঁছেন। আরাকানের রাজার লোক তাদেরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান। আতিথেয়তার প্রমাণ স্বরূপ তাদেরকে রাজার তরফ থেকে যথেষ্ট ফলমূলসহ সকল ধরনের খাদ্যসামগ্রী দেয়া হয়। বেশ কিছুদিন রাজার আচরণ ছিল চমৎকার, বলতে গেলে ব্যতিক্রমধর্মী।

বাংলার গভর্নরের কাছ থেকে ভীতির কিংবা উৎকোচের কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক কিছুদিন পরেই রাজার আচরণে শীতলতা দেখা দেয়। তারপরই আরাকান রাজার কাছ থেকে আসে সুজার কাছে এক বার্তা। সে বার্তায় বলা ছিল, তরুণ রাজার কাছে সুজার মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। হতভাগ্য সুজা এমন অপমানজনক প্রস্তাব রাজার নিকট থেকে আশা করেননি। প্রস্তাবের জবাবে সুজা বলেছিলেন যে, তৈমুরের বংশ কখনোই নিম্নতর বংশের কাছে নিজেদেরকে অসম্মানিত করবে না। সুজা চাচ্ছিলেন, বর্ষা শেষে একটি জাহাজ সংগ্রহ করে তিনি আরাকান ত্যাগ করবেন। তার নাকি পরিকল্পনা ছিল আরাকান থেকে জাহাজে করে ইরান যাবেন এবং দিল্লিতে বিপ্লব হলে পারস্য দেশের সহায়তায় সম্রাট হুমায়ুনের মত আবার দিল্লির সিংহাসন অধিকার করবেন।

কিন্তু সুজার ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবে রাজা অপমান বোধ করেন। রাজা জানতেন যে, এ সময়ে সুজার পক্ষে দেশ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। রাজা সুজাকে দেশ ত্যাগের

www.pathagar.com

নির্দেশ দেন। হতভাগ্য সুজা দেখলেন যে কামপ্রবৃত্তি ও লোভের তাড়নায় রাজার মন পূর্ণ হয়ে আছে এবং হয়তো অচিরেই তার ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে। তিনি চিন্তা করলেন অন্তত তার বন্ধুদের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। দেশে ফিরে গেলেও হয়তো আওরঙ্গজেব তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। সেজন্য তাদেরকে তিনি কাছে ডাকলেন। তিনি তার অবস্থার কথা তাদেরকে জানালেন। তার ভাগ্যের ওপর তাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। তারা বললেন, তাদের ইচ্ছা সুজার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করা।

রাজা তার সভাসদদের ডেকে বললেন যে, সুজা এবং তার বন্ধুরা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা বাংলা থেকে বিতারিত হয়ে এসেছে, এবার তার সিংহাসন অধিকার করার ষড়যন্ত্র করছে। এ কাহিনী সভাসদদের অনেকে বিশ্বাস করলেন, কেউ করলেন না। সে কারণে রাজা তার আদেশ কঠোরের পরিবর্তে সীমিত করলেন। বুদ্ধের নীতি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া রক্তপাত ঘটানো নিষেধ। সে কারণে বন্দিদের হত্যা করার কোনো অনুমোদন সভাসদগণ দেবেন না। সুজা ও তার বন্ধুদের আরাকানের বর্তমান আশ্রয়স্থল থেকে বের করে দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পাঠাতে রাজা আদেশ দিলেন। আর এও বলে দিলেন যে বিতারিত করতে গিয়ে যদি কোনো সৈন্য আহত বা নিহত হয় তাহলে কমান্ডিং অফিসার তার ইচ্ছামত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

www.pathagar.com

সুজার জন্য যে সাময়িক গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল তার অবস্থান ছিল একটি সংকীর্ণ নদীর তীরে। এ গৃহের সামনে ছিল নদী আর পিছনে ছিল উঁচু পাহাড়। গৃহে প্রবেশের পথ ছিল দু'পাশ দিয়ে। তিনি তার পুত্রসহ কুড়িজন লোককে দু'দিকের পাহারায় নিয়োজিত করেছিলেন। আরাকানিরা তাদের প্রিয় অস্ত্র ছোট তরবারি ও ঢাল নিয়ে আওয়াজ করে আক্রমণ করল। তখন সুজার লোকজন তীর নিক্ষেপ করে। তাতে আরাকানি আক্রমণকারীরা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এতে রাজার উদ্দেশ্য সফল হয়। তখন ক্রুদ্ধ আরাকানি আক্রমণকারীরা পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ফেলা শুরু করে। মুঘলদের অনেককে তারা কেটে টুকরা টুকরা করে মেরে ফেলে। আহত সুজাকে নৌকায় তুলে নিয়ে নৌকার তলা ছিদ্র করে নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। সুজার বড় ছেলে আহত ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ছিল শিশু। তাদের উভয়কে কিছুদিন বন্দি করে রেখে পরে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। আর মেয়ে তিনজনের মধ্যে দু'জন বিষপানে আত্মহত্যা করেন। একজনকে জোর করে রাজা বিয়ে করেন। কিন্তু সেও অসম্মান বহন করার জন্য বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। এ ঘটনা হিজরি ১০৭১ সালে (১৬৬১ খ্রি.) ঘটেছিল। শাহজাহানের কাছে এ দুঃখজনক সংবাদ পৌঁছে অনেক পরে। তিনি এ সংবাদ শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এক্ষেত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক ভাইদের হত্যা করার অভিযোগ ও অপবাদের সত্যতা ও বাস্তবতা তলিয়ে দেখা দরকার। সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপর

www.pathagar.com

ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগ বা দোষারোপ যে শুধু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন তা নয় বরং তা যে প্রকৃত ইতিহাস না জানার, না বোঝার পরিচায়ক তা উপর্যুক্ত আলোচনাতে যে কারও কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আজমকে লেখা চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম!

বৃদ্ধ বয়স এসে গেছে আর ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে দুর্বলতার স্তূপ; শক্তি আমার শরীর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। একা আমি এসেছিলাম এ পৃথিবীতে আর চলেও যাচ্ছি একদম একা। এখন নিজের কাছেই যেন অপরিচিত এক মানুষ আমি, আর জানিও না কী করছি কখন। কঠোর আত্মসংযমের দিনগুলো ছাড়া রয়ে গেছে কেবলই অনুতাপ। সাম্রাজ্যের কোথাও খাঁটি শাসন চালাতে পারিনি আমি, কিংবা লালন করতে পারিনি চাষিদের। জীবন এত অমূল্য এক বস্তু, অথচ কেটে গেল তা অর্থহীনভাবে। প্রভু আমার বাড়িতেই ছিলেন, কিন্তু আমার পাপী চোখে তার দীপ্তি ধরা পড়েনি। জীবন স্থায়ী নয়; কাটিয়ে আসা দিনগুলো হারিয়ে গেছে চিরতরে; আর ভবিষ্যতের মধ্যেও নেই কোনো আশা।

আমার জ্বর সেরে গেছে, কেবল রয়ে গেছে তার সামান্য রেশ। বিজাপুর চলে যাওয়া আমার পুত্র কাম বখ্‌শ আমার কাছেই আছে। আর তুমি রয়েছ তার চেয়েও কাছে। সবার চেয়ে দূরে রয়েছে প্রিয় শাহ আলম। নাতি মুহম্মদ আজিম আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশ থেকে এসে হিন্দুস্থানের কাছে পৌঁছেছে ।

www.pathagar.com

সব সেনারা আমার মতই অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় আর অস্থির। তারা ভাবেওনি যে আল্লাহ সব সময় আমাদের সঙ্গেই আছেন। এই পৃথিবীতে আমি এসেছিলাম শূন্য হাতে, আর মুঠো ভরে নিয়ে যাচ্ছি আমার পাপের ফল। জানি না কোন শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। যদিও আল্লাহর কৃপা আর অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে আমার রয়েছে গভীর বিশ্বাস, তবু কৃতকর্মের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা আমার পিছু ছাড়ছে না। নিজের ভিতরে যখনই রইব না, কে আর রইবে আমার পাশে?

আকাশ ঘিরে এলেও আঁধার
ধরব কষে ধরব হাল,
সোজাই যাওয়ার আশা আমার
হোক না নৌকা টালমাটাল।

আলোকচিত্র ১১ : পরিণত বয়সে সম্রাট আওরঙ্গজেব

www.pathagar.com

প্রভু যদিও তার বান্দাদের রক্ষা করে থাকেন, তবু আমার পুত্রদের লক্ষ রাখা কর্তব্য যে মুসলমান কিংবা প্রভুর সৃষ্ট কোনো জীবই যেন প্রাণ না হারায় অন্যায়ভাবে। নাতি বাহাদুরকে (বিদার বখত) জানিয়ে দিও আমার বিদায় বেলার শুভেচ্ছা। যাওয়ার সময় তার সাথে আমার দেখা হল না; সাক্ষাতের আশা অপূর্ণই রয়ে গেল। বেগম আমার শোকে আচ্ছন্ন, আল্লাহই কেবল পারেন শোক নিবারণ করতে। অদূরদর্শিতা কেবল বয়ে আনে হতাশা।

বিদায়! বিদায়! বিদায়!

কাম বখশকে লেখা চিঠি

আমার বেটা, [আমার বুকের ধন] আমার কলিজা! যদিও আমার পূর্ণ ক্ষমতার সেই দিনগুলিতে সবাইকে আমি উপদেশ দিয়েছি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে আর এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছি সম্ভাবনার সীমানারও বাইরে দাঁড়িয়ে, তবু আল্লাহ অন্য রকম চেয়েছেন বলে কেউ আমার কথা শোনেনি। এখন যেহেতু আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, ওসব উপদেশ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এখন বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে সারা জীবনের শাস্তি আর পাপের বোঝা। সঙ্গীহীন আমি পা রেখেছিলাম এ পৃথিবীতে, অথচ যাওয়ার সময় নিয়ে যাচ্ছি কী বিশাল এক কাফেলা! শেষ দিনগুলোতে খুব ভুগেছি সেনা আর শিবির পরিচালকদের কথা ভেবে ভেবে। যদিও আল্লাহই নেবেন তার বান্দাদের রক্ষার দায়িত্ব, এটা মুসলমান এবং আমার পুত্রদের

www.pathagar.com

অবশ্যপালনীয় এক কর্তব্য। শরীরে যখন ছিল শক্তির পূর্ণ তেজ, তখন আমি তাদের মোটেই রক্ষা করতে পারিনি; আর এখন তো আমি নিজেকে রক্ষা করতেই অসমর্থ! এ রকম দুর্বল শরীর নিয়ে প্রার্থনা করা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি? তোমার মাতা উদিপুরী বেগম রোগের সময় আমার পাশে থেকেছে; আরেক পৃথিবীতেও থাকতে চায় আমার পাশে। তোমাকে আর তোমার পুত্রদের আল্লাহর হাতে সঁপে দিলাম। প্রত্যেকটা অঙ্গে আমার ভর করেছে কম্পন। অতএব বিদায়... পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন মানুষ হল প্রতারক, তারা নমুনা হিসাবে গম দেখিয়ে বিক্রির সময় দেয় যব; তাদের ওপর ভরসা করো না। দারাশুকো যখন তার অনুচরদের মাসোহারা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন তারা কাজ করেছে আগের চেয়েও কম। কাজ কর ক্ষমতা বুঝে, কখনও তার বাইরে গিয়ে নয়।

যা বলার বললাম আমি, এবার বিদায় নেওয়ার পালা। চাষি আর প্রজাদের দিকে লক্ষ রেখো, যেন তাদের ওপর কোনো অন্যায় না হয়... আর অযথা যেন প্রাণ না হারায় মুসলমান, তাহলে আরও বাড়বে আমার শাস্তি।

তারার ঝিলিক মেঘ-আড়ে

আওরঙ্গজেব হিন্দুস্থান শাসন করেছেন শক্তভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে। শেষ বয়সে আওরঙ্গজেবকে তাড়া করে ফিরেছে অবর্ণনীয় এক একাকিত্বের অনুভব। দরবারের চারপাশে তাকিয়ে বৃদ্ধ সম্রাট দেখতে পান

www.pathagar.com

শুধু কম বয়সী মানুষ, ভীতু সব মোসাহেব, যারা ভয় পায় দায়িত্ব নিতে, ভয় পায় সত্য বলতে আর ব্যক্তিগত লোভের বশবর্তী হয়ে করে চলে তারা অন্তহীন ষড়যন্ত্র।

তার পারিবারিক জীবন শোকে নিমজ্জিত। সবচেয়ে প্রিয় পুত্রবধূ জাহানজেব বানু মারা গেছেন গুজরাটে, ১৭০৫ সালের মার্চে। ১৭০৪ সালে নির্বাসনে থাকা অবস্থায় মারা গেছে বিদ্রোহী পুত্র আকবর। তারও আগে মারা গেছে প্রতিভাময়ী কন্যা কবি জেবুন্নেসা। অনেক ভাই বোনের সর্বশেষ গওহর-আরা-বেগম মারা গেছেন ১৭০৬ সালে, যার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সবার সামনেই সম্রাট করুণ স্বরে বলে উঠেছিলেন, 'হায়, শাহজাহানের সন্তানদের মধ্যে সে আর আমিই শুধু ছিলাম এ পৃথিবীতে।' ১৭০৬ সালের মে মাসে তার কন্যা মেহর-উন-নিসা আর তার স্বামী ইজিদ বখশ (মুরাদের পুত্র) উভয়েই মারা গেছেন দিল্লিতে। তার পরের মাসেই বিদায় নিয়েছে আকবরের পুত্র বুলন্দ আখতার। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) সামান্য আগে মারা গেছে তার দুই নাতি-নাতনি। দুই নাতি-নাতনির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি জীবনান্তে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৭০৫ সালের ২৭শে এপ্রিলে সম্রাট আওরঙ্গজেব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার অসুস্থতায় শিবিরের সকলেই হতাশ হয়ে পড়ল। অসুস্থতার বিপক্ষে সাহসের সাথে লড়াই চালিয়ে গেলেন তিনি। কাজকর্ম করতে থাকলেন স্বাভাবিকভাবে। বাইরের লোকজন সম্রাটের বেঁচে থাকা নিয়ে গুজবের মধ্যে ছিল। তিনি যে বেঁচে

www.pathagar.com

আছেন তা জানানোর জন্যে অসুস্থ শরীরেও জানালার বাইরে হাত নেড়ে তিনি জানান দিয়েছিলেন। তার মাত্র দু'বছর পরে ১৭০৭ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে আওরঙ্গজেবকে আবার পেয়ে বসে সেই অবসন্নতা। তবে আবারও সেরে উঠে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন তিনি দরবার আর সাম্রাজ্য পরিচালনার কাজে। কিন্তু এবার সম্রাট স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলেন, অবশ্যম্ভাবী সে ঘটনাটি ঘটতে হয়তো আর বেশি দেরি নেই। এদিকে আজমের ক্রমবর্ধমান অধীরতা আর উগ্র উচ্চাশা যে কোনো মুহূর্তে শিবিরের সবাইকে ঠেলে দিতে পারে হুমকির মুখে। কাম বখশকে ৯ই ফেব্রুয়ারি পাঠালেন বিজাপুরে আর তার চার দিন পরে ১৩ই ফেব্রুয়ারি শাহজাদা আজমকে পাঠালেন মালওয়ার (মালব) রাজ্যপাল করে। ধূর্ত আজম যেতে থাকল ধীরে ধীরে। সম্রাট আওরঙ্গজেব বিড়বিড় করে আবৃত্তি করতে থাকলেন কবিতার চরণ–

এই দুনিয়া শ্বাসের ফাঁকে
তারার ঝিলিক মেঘ-আড়ে,
সব কিছুরই বদল আঁকে
এক লহমার ফুঁৎকারে।

১৭০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ভোরে শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আওরঙ্গজেব আদায় করলেন ফজরের নামাজ, তারপর তসবি টিপে টিপে জপতে লাগলেন ইসলামি বিশ্বাসের এ স্বীকারোক্তি যে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আর মুহাম্মদ তার প্রেরিত নবী। ধীরে ধীরে তিনি প্রবেশ করলেন একটি সংজ্ঞাহীন স্তরে;

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ১২ : পবিত্র কোরআন পাঠরত সম্রাট আওরঙ্গজেব

কিন্তু স্বাভাবিক শারীরিক দুর্বলতাকে ছাপিয়ে অমিত তেজময় সে পুরুষ তখনও ঘুরিয়ে চললেন তসবির দানা আর ফিসফিসিয়ে জপে চললেন কলেমা, তারপর সকাল আটটার দিকে সব শেষ হয়ে গেল। সারা জীবন আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন যে তার মৃত্যু যেন হয় শুক্রবার জুমার দিনে। আল্লাহ তার প্রিয় খাঁটি সেবকের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের উইল

সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজ হাতে একটি উইল লিখে রেখে গেছেন। তার স্বহস্তে লিখিত উইলখানা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার বালিশের নিচে পাওয়া গিয়েছিল। তার লিখিত উইলে ছিল—

> জীবনে আমি ছিলাম অসহায় আর বিদায়ও নিচ্ছি অসহায়ভাবে। আমার পুত্রদের মধ্যে যারই থাক সিংহাসন লাভের সৌভাগ্য, তার উচিত হবে না কাম বখ্‌শকে অত্যাচার করা, অবশ্য সে যদি বিজাপুর আর হায়দরাবাদ এ প্রদেশ দুটো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। আসাদ খানের চেয়ে ভালো উজির আর কেউ হবে না। দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান দিয়ানত খান সাম্রাজ্যের অন্যান্য কর্মচারীদের চেয়ে ভালো। মোহাম্মদ আজম শাহকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে হবে–যদি সে সাম্রাজ্য ভাগ করতে রাজি হয়, তাহলে আর সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে না, মানুষ রক্ষা পাবে রক্ত ক্ষয়ের হাত থেকে। আমাদের পুরনো কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত বা তাদের ওপর অত্যাচার করো না। সিংহাসনের অধিকারী পাবে আগ্রা অথবা দিল্লির যে কোনো একটি সুবা। যে আগ্রা নিতে রাজি হবে সে পাবে পুরনো রাজ্যের চারটি সুবা–আগ্রা, মালওয়া, গুজরাট আর আজমির এবং সেগুলির ওপর নির্ভরশীল সমস্ত চাকলা, সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের চারটি সুবা–খান্দেশ, বেরার, আওরঙ্গবাদ, বিদার এবং সেগুলোর বন্দর। আর যে দিল্লি নিতে রাজি হবে সে পাবে পুরনো রাজ্যের এগারোটা সুবা–দিল্লি, পাঞ্জাব, কাবুল, মুলতান, টাট্টা,

www.pathagar.com

কাশ্মির, বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, এলাহাবাদ আর অযোধ্যা।

আওরঙ্গজেবের আরেকটি উইল পাওয়া গেছে *আহকাম-ই-আলমগিরিতে*। সে উইলে লেখা রয়েছে নিম্নরূপ তথ্য—

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আর শান্তি বর্ষিত হোক তার সে সেবকদের যারা নিজেদের পাপমুক্ত এবং তাকে সন্তুষ্ট করেছে।

আমার শেষ ইচ্ছার বিষয়ে কিছু নির্দেশ দেওয়ার আছে :

প্রথম–অপরাধে নিমজ্জিত এ পাপীর মৃত্যুর পর তার তরফ থেকে একটা চাদর বিছিয়ে দিও হাসান (রা.)-এর মাজারের ওপর, কারণ, যারা পাপের মহাসাগরে তলিয়ে গেছে, তাদের কৃপা আর অনুগ্রহের ওই দরজার কাছে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। মহাশুভ এ কর্ম সম্পাদনের জন্য সহায়তা নিও আমার পুত্র শাহজাদা আলীজার (আজম)।

দ্বিতীয়–আমার টুপি সেলাইয়ের চার টাকা দুই আনা গচ্ছিত আছে মহলদার আইয়া বেগের কাছে। ওটা দিয়ে ক্রয় করো অসহায় এই জীবের কাফনের কাপড়। কুরআন নকলের তিন শো পাঁচ টাকা রাখা আছে আমার থলিতে। আমার মৃত্যুর দিন ওটা বিতরণ করো ফকিরদের মধ্যে। যেহেতু কুরআন নকলের মাধ্যমে উপার্জিত টাকা শিয়ারা সুনজরে দেখে না, ওটা যেন ব্যয় করো না আমার কাফনের কাপড় কেনা কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে।

www.pathagar.com

তৃতীয়–বাদবাকি প্রয়োজনীয় জিনিস নিও শাহজাদা আলীজার প্রতিনিধির কাছ থেকে, যেহেতু আমার পুত্রদের মধ্যে সে-ই নিকটতম উত্তরাধিকারী, আর তার ওপরই রয়েছে আমার ধর্মসম্মত কিংবা ধর্মবিরোধী জানাজা করার দায়; এই অসহায় মানুষকে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে না, কারণ, মৃতেরা জীবিতদের দয়ার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

চতুর্থ–এই ভবঘুরেকে কবর দিও সত্য পথ থেকে বিচ্যুতদের উপত্যকায় এবং নগ্ন মাথায়, কারণ, যে পাপীকেই আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে নগ্ন মাথায়, তার থাকবে অনুগ্রহ লাভের এক নিশ্চিত সম্ভাবনা।

পঞ্চম–আমার শবযানের ওপর কফিনের মাথার দিকটা ঢেকো অমসৃণ, মোটা 'গজি' নামের সাদা কাপড়ে। ওপরে যেন টাঙিও না শামিয়ানা, আর বাতিল করো গায়কদের শোভাযাত্রা আর মিলাদ শরীফ।

ষষ্ঠ–সাম্রাজ্যের শাসকদের (অর্থাৎ আমার উত্তরাধিকারী) উচিত তার অসহায় কর্মচারীদের প্রতি সদয় হওয়া, যারা নির্লজ্জ এ জীবের সঙ্গে ছুটে বেরিয়েছে দাক্ষিণাত্যের মরুভূমি আর বন-বাদাড়ে। তারা যদি স্পষ্ট কোনো ভুলও করে, তবু তা এড়িয়ে গিয়ে তাদের ক্ষমা করে দাও।

সপ্তম–কেরানি (মুৎসদ্দি) হিসাবে পারসিরা সব জাতের সেরা। যুদ্ধের মাঠেও সম্রাট হুমায়ুনের আমল থেকে এখন পর্যন্ত তাদের তুলনা খুব কম। তারা কখনও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়নি, কখনোই আতঙ্কে কাঁপেনি তাদের পা। আর কোনো দিনই

www.pathagar.com

তাদের কাউকে অভিযুক্ত করা যায়নি তাদের প্রভুকে অমান্য করা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে। কিন্তু তারা সব সময়ই বড় মর্যাদা দাবি করে বলে একত্রে তাল মিলিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করা কঠিন। তাদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখবে, প্রয়োজনে অবলম্বন করবে এড়ানোর কৌশল।

অষ্টম–তুরানিরা বরাবরই সেনা ছিল। শত্রুর ওপর প্রবল দুঃসাহসে ঝাঁপিয়ে পড়া, বাইরে থেকে আকস্মিক চড়াও হওয়া, নৈশ আক্রমণ আর বন্দি করায় তারা অত্যন্ত দক্ষ। যুদ্ধ চলাকালীন পশ্চাদপসরণ করতে বললে তারা কোনো রকম সন্দেহ, হতাশা বা লজ্জা অনুভব করে না, যে আদেশ মানার ব্যাপারে হিন্দুস্থানিরা কিনা ডাহা মূর্খ, যারা কিছুতেই অবস্থান ছেড়ে হটবে না, মাঝখান থেকে নিজের কল্লাটাই হারাবে। তুরানিদের দেবে সকল সুযোগ সুবিধা, কারণ অনেক পরিস্থিতিতেই তারা এমন সেবা দেবে, যা আর কোনো জাতির পক্ষেই অসম্ভব।

নবম–কখনোই মর্যাদা বা অনুগ্রহ প্রদানে অবহেলা করবে না বরহার সাঈদদের, ঠিক যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে, 'তার নিকটাত্মীয়দের (মহানবীর) দাও তাদের ন্যায্য পাওনা।' সেই যে পবিত্র ছত্রে বর্ণিত আছে, 'তোমার কাছে আমার আত্মীয়দের জন্য আমি কেবল ভালোবাসা চাই, কোনো ক্ষতিপূরণ নয়,' এ পরিবারটিকে ভালোবাসার অর্থ নবুয়তের (মুহাম্মদের) মজুরি দেওয়া, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার কোনোরকম কার্পণ্য করো না, এটা তোমাকে এ পৃথিবীতে এবং পরকালে ফল লাভে সহায়তা করবে। কিন্তু বরহার

www.pathagar.com

সাঈদদের সঙ্গে কাজ করো অত্যন্ত সাবধানে। তাদের জন্য হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব রেখো না, কিন্তু তাদের দিও না উচ্চ কোনো পদ, কারণ সম্রাটের শক্তিশালী সহকর্মী শিগগিরই নিজেই সম্রাট হতে চায়। তাদের হাতে যদি লাগাম তুলে দাও, পরিণতিতে তোমার হবে মর্যাদাহানি।

দশম–রাজ্যের একজন শাসকের উচিত যথাসম্ভব এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বিচরণ করা; তার একটি স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করা উচিত নয়, কারণ এটা তাকে বিশ্রাম দিলেও বয়ে আনে হাজারটা ঝামেলা আর দুর্ভোগ।

একাদশ–তোমার পুত্রদের অন্ধের মত বিশ্বাস করো না, লালন করো না তাদের অতিরিক্ত আদরে, কারণ সম্রাট শাহজাহান যদি দারাশেকোহকে মাত্রাতিরিক্ত আদর না দিতেন, তাহলে শোচনীয় ওই পরিণতি তাকে বরণ করতে হত না। সব সময় মনে রেখো, 'রাজার বাণী হল নিষ্ফলা এবং নিষ্প্রভ।'

দ্বাদশ–সরকারি শক্তির প্রধান স্তম্ভ হল রাজ্যের ঘটনাবলি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা। এক মুহূর্তের অবহেলা পরিণত হয় দীর্ঘ বছরের অপমানে। শয়তান শিবা পালাতে পেরেছিল আমারই অবহেলায়, আর তার ফলে মারাঠিদের নিয়ে আমাকে ভুগতে হয়েছে আজীবন।

সংখ্যার মধ্যে বার হল শুভ। তাই বারতেই আমার নির্দেশ শেষ করলাম।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. ইসলাম, খোন্দকার নূরুল, *শাহযাদা আওরঙ্গজেব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।

২. নো'মানী, আল্লামা শিবলী, *আওরঙ্গজেব : চরিত্র বিচার*, অনুবাদ হাসান আলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৩. মোর্তজা, গোলাম আহমাদ, *চেপে রাখা ইতিহাস*, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশনা, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ২০০৯।

৪. শরীফ, হাসান, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা, ২০১০।

৫. সরকার, স্যার যদুনাথ, এ শর্ট হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব, অনুবাদ খসরু চৌধুরী, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১২।

৬. স্টুয়ার্ট, চার্লস, *বাংলার ইতিহাস*, আবু জাফর অনূদিত, হক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৯।

৭. হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল, *ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন)*, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লি. ঢাকা, বাংলাদেশ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১।

৮. Sarkar, Sir Jadunath, Mughal Administration, Third Edition, M. C. Sarkar & Sons ltd Calcatta, 1935.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Price : Bd. Tk. 230.00
US $ 10
UK £ 8
Ap-521-2013

Samrat Aurangzeber
Bhitor-Bahir
Jaynal Hossain

Published in Bangladesh by Adorn Publication
www.adornbooks.com | adornbd.com

ISBN 978 984 30 0321-9